NITIBODHA

OR

MORAL CLASS-BOOK

BY

RAJKRISHNA BANERJEA.

TWENTY-FOURTH EDITION.

নীতিবোধ

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]।

চতুর্বিংশ সংস্করণ

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO. 3, MIRZAPORE STREET, CALCUTTA.

1882.

রবর্ট্ ও ব্রিলিঅম্ চেম্বর্স্ বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মরাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত হইল; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল অংশ অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে, তৎসমুদায় এক বারেই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। স্থলবিশেষে আবশ্যক মতে কোন কোন অংশ নূতন রচিত হইয়াছে। যে সকল বিষয় ইঙ্গরেজীতে সুসঙ্গত, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তৎস্থলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুসঙ্গত বোধ হয় এমন বিষয় সকল সমাবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আমি উক্ত ইঙ্গরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। এতদ্দেশীয় বালকবালিকাগণের প্রথমশিক্ষোপযোগী এক খানি নীতি পুস্তক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশেই এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রবৃত্ত হইয়া সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। যদি সৌভাগ্যক্রমে নীতিবোধ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেই সেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া

আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিঅন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা। কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন; তদনুসারে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা, বহুবাজার।
৪ঠা শ্রাবণ, সন ১২৫৮।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত ব় এই অক্ষরের উচ্চারণ V অথবা W অক্ষরের তুল্য, এবং জ় এই অক্ষরের উচ্চারণ Z অক্ষরের তুল্য, বুঝিতে হইবে।

সূচী

পশুগণের প্রতি ব্যবহার।

এই ভূমণ্ডলে এবংবিধ বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগের প্রাণবধ করে। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করা কদাচ উচিত নহে, কারণ অকারণে কোন প্রাণীকে ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। যদি কখন আমরা কোন দুর্ব্বল প্রাণীকে যাতনা দিতে অথবা তাহার প্রাণহিংসা করিতে উদ্যত হই, তৎকালে আমাদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক, কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে আমরা কি মনে করি।

যদি আমরা আমোদ বা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে অশ্ব অথবা অন্য কোন জন্তু পুষি, তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা, এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান, আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক। অশ্ব অত্যন্ত বার্দ্ধক্য,

সাতিশয় ক্লান্তি, অথবা অত্যল্প আহারপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বল হইয়া দ্রুত গমনে অক্ষম হইলে, তাহাকে কশাঘাত করা অতি নির্দ্দয় ও নির্লজ্জের কর্ম্ম।

যাদব ও মাধব।

যাদব ও মাধব দুই সহোদর ছিল; তন্মধ্যে একের বয়ঃক্রম সাত বৎসর, দ্বিতীয়ের কিঞ্চিদূন পাঁচ বৎসর। যাদব অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুশীল; মাধবও সুবোধ বটে, কিন্তু নিতান্ত বালক বলিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারিত না; সুতরাং সর্ব্বদা কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত।

একদা তাহারা দুই সহোদরে একত্র হইয়া বাটীর নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিল। তথায় এক তরুকোটরে কুলায় দর্শন করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি পক্ষিশাবক অবলোকন করিয়া গ্রহণ করিবার বাসনায়, তাহারা নীড়ের নিকটবর্ত্তী হইল। সেই সময়ে পক্ষি-মাতা স্বীয় শিশু সন্তানদিগকে আহার দিতেছিল, যাদব ও মাধবকে দেখিবামাত্র তাহাদিগের আহার প্রদানে বিরত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। মাধব শাবক গ্রহণে সাতিশয় ব্যগ্র ও লোলুপ হইল। কিন্তু যাদব নিবারণ করিয়া কহিল, কিছু দিন হইল পিতা কহিয়াছিলেন, পক্ষিশাবক অপহরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। আমা-দিগের পিতা মাতা আমাদের প্রতি যাদৃশ স্নেহ করেন, পক্ষীরাও তাহাদের শাবকদিগকে তাদৃশ স্নেহ করিয়া থাকে। কোন দুরাত্মা গৃহে আসিয়া আমা-

দিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলে পিতা মাতা যেরূপ শোকাকুল হয়েন, পক্ষীরাও তাহাদের শাবকবিরহে সেইরূপ হয়। মাতৃস্নেহ ব্যতিরেকে পক্ষিশাবক কোন ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না; বালক কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে প্রায় সর্ব্বদা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করে। অতএব যাবৎ তাহারা উড়িতে ও আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ তাহাদের মাতৃসন্নিধানে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

ইহার পূর্ব্বে আর কখন এরূপ কথা মাধবের কর্ণ-গোচর হয় নাই; সুতরাং ঈদৃশ কর্ম্ম গর্হিত বলিয়া তাহার বোধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিল যে, পক্ষিশাবক অপহরণ করা ও তাহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া অবিধেয়, এবং কহিল আর কখন আমি পক্ষিশাবক-গ্রহণের অভিলাষ করিব না।

ঐ সময়ে তাহাদের পিতা অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন; সুতরাং তাহাদের সমস্ত কথোপকথন তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। পুত্রদিগের এত অল্প বয়সেই পক্ষিশাবক অপহরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে দেখিয়া, তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, তোমরা অতি সুশীল, আমি তোমাদের কথোপকথন শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যদিও ক্ষুদ্র পক্ষীকে ক্লেশ দেওয়া লোকে সামান্য দোষ জ্ঞান করে বটে, কিন্তু ক্রীড়া ও কৌতুকের নিমিত্ত যে দুঃশীল বালক এতাদৃশ

নিরপরাধ জীবের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করে, তাহার সেই দোষ সামান্য জ্ঞান করা এবং সামান্য জ্ঞান করিয়া ক্ষমা করা উচিত নহে। যাহারা এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই।

পরিবারের প্রতি ব্যবহার।

আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয় ও অনুকূল হওয়া উচিত। দেখ, যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতা আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন, এবং আমাদিগের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম, ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিলে আমরা কোন্ কালে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতাম। অতএব তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা, ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা, আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে পুত্রের কর্ম্ম করা হয় না।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত। তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, ও একত্র উপবেশন; এই নিমিত্ত সকলে আশা করে, তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হইবেক। তাহারা এরূপ হইলে, লোকে তাহাদিগকে সুশীল ও সদাশয় বোধ করে; সুতরাং তাহারা সকলের অনুরাগভাজন হয়। কিন্তু এরূপ না হইয়া, যদি তাহারা পরস্পর বিরোধ ও কলহ করে, লোকে তাহাদের এবংবিধ অনৈসর্গিক ব্যবহার দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করে। ভ্রাতৃবর্গের ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রণয় থাকিলে তাহারা সাধ্যানুসারে পরস্পরের আনুকূল্য ও উপকার করিতে পারে; এই নিমিত্ত শৈশবাবধি সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্নের উপার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

আনাপিআস্ ও আম্ফিনোমস্।

আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখরদেশে গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা ধূম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, ও দ্রবীভূত ধাতুনিঃস্রব অতি-প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হয়।

ইউরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী সিসিলি দ্বীপে এৎনা নামক এক প্রসিদ্ধ আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। বহুকাল হইল, ঐ পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে অতি ভয়ানক বেগে প্রজ্বলিত ধাতুনিঃস্রব নির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল দগ্ধ

করিয়াছিল। সন্নিহিত জনপদবাসী লোকেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, স্ব স্ব মহামূল্য দ্রব্যজাত লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু আনাপিঅস্ ও আম্ফি-নোমস্ নামে দুই যুবক, অন্যান্য লোকের ন্যায় সম্পত্তি-রক্ষণে ব্যগ্র না হইয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধদেশে আরোহিত করিয়া প্রস্থান করিল। পুত্রেরা এইরূপ সদ্ব্যবহার না করিলে, তাঁহাদের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। ঐ যুবকদ্বয়ের অসাধারণ সাধুত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া সকলেই ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

তাহারা যে দিক্ দিয়া গমন করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে পর্ব্বতনিঃসৃত ধাতুনিঃস্রব ঐ দিক্ স্পর্শও করে নাই; সুতরাং অন্যান্য ভূভাগের ন্যায় দগ্ধ ও মরু হইয়া যায় নাই। কিন্তু সামান্য লোকেরা তাহা অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া স্থির করিল, ঐ দুই ব্যক্তির সাধুতা প্রযুক্তই এই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। তদবধি ঐ স্থান "ধর্ম্মক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ হইল।

সিকন্দর্ ও তাঁহার মাতা।

যদিও মাতা অতি কর্কশ ও অবোধ হয়েন, তথাপি তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ক্ষমা প্রদর্শন করা পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মহাবীর সিকন্দরের জননী ওলিম্পিআ সকল বিষয়েই হস্তার্পণ ও আধিপত্য করিতে চাহিতেন এবং

আপন পুত্রকে সতত বিরক্ত করিতেন ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতেন, তথাপি তিনি জননীর প্রতি ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিরক্ত হইতেন না; (বরং যৎকালে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়াছিলেন, জয়লব্ধ দ্রব্যজাত মধ্য হইতে দৃঢ়তর মাতৃভক্তির প্রমাণস্বরূপ ভূরি ভূরি উপহার প্রেরণ করেন।) তিনি পত্র দ্বারা জননীকে এইমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তার্পণ না করিয়া, আমার নিয়োজিত কর্ম্মকর্ত্তা আন্তিপেতরকে অব্যাঘাতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে দিবেন। তাঁহার মাতা এইরূপ ন্যায়ানুগত অভ্যর্থনাতেও সাতিশয় কুপিতা হইয়া, অতি কর্কশ বচনে ঐ পত্রের উত্তর প্রেরণ করেন। সিকন্দর্ কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না এবং প্রত্যুত্তর প্রেরণ কালে কোনপ্রকার কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন না।

একদা তাঁহার মাতা অত্যন্ত বিরক্ত করাতে, আন্তিপেতর্ সাতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা সিকন্দরের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করেন, কিন্তু সিকন্দর্ পত্র পাইয়া এইমাত্র উত্তর লিখিলেন, আন্তিপেতর্! তুমি জান না যে আমার জননীর একমাত্র অশ্রুবিন্দু তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে।

ফ্রেডরিক্ ও তাহার বালক ভৃত্য।

প্রুষিআর অধিপতি সুবিখ্যাত ফ্রেডরিকের এক বালক ভৃত্য ছিল। সে নিয়ত তাঁহার গৃহদ্বারে উপবিষ্ট থাকিত, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে আহ্বান করিতেন। এক দিবস তিনি বারংবার আহ্বান করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সে পল্যঙ্কে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তদনন্তর তিনি তাহাকে জাগরিত করিবার উদ্যম করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার অঙ্গবস্ত্রমধ্যে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। পত্রার্থ অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ ও পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, ঐ বালক আপন বেতনের কিয়দংশ জননীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, তিনি তাহা পাইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে লিখিয়াছেন বৎস! তুমি যে আমার দুঃখের সময় এই সাহায্য করিলে তাহাতে আমি পরম পরি-তোষ প্রাপ্ত হইলাম; প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ্ করুন এবং যাবজ্জীবন সুখে রাখুন।

মহানুভাব ফ্রেডরিক্ পত্রপাঠে পুলকিত হইলেন এবং নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক কয়েকটি মুদ্রা আনিয়া ঐ পত্রের সহিত একত্র করিয়া পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া, অতি

উচ্চৈঃস্বরে ভূয়োভূয়ঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। বালক জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া নরপতিগোচরে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন, তোমার গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল। সে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অনন্তর হঠাৎ অঙ্গবস্ত্রমধ্যে কর প্রবেশ হওয়াতে মুদ্রা দেখিতে পাইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহা বহিষ্কৃত করিয়া বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বারংবার রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, একটিও কথা কহিতে পারিল না। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কি হয়েছে, কেন কাঁদিতেছ। সে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কোন ব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি করিয়াছে, কি প্রকারে এই মুদ্রা আমার নিকট আসিল কিছুই জানি না। রাজা কহিলেন সখে! ভয় নাই, এই টাকা তোমার জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও, তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাও, এবং বলিয়া পাঠাও, অদ্যাবধি আমি তাঁহার ও তোমার প্রতিপালনের ভার লইলাম।

প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার।

এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্ত্তব্য, আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তি-দিগের সমাদর ও মর্য্যাদা করে। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; লোকে তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্ত্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদনুযায়িনী মর্য্যাদা করা আবশ্যক। নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্য্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেইরূপ করা প্রধানেরও অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি কোন প্রধান-পদারূঢ় ব্যক্তি নিকৃষ্টকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তিনি তাদৃশ প্রধান পদের নিতান্ত অযোগ্য। আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অকারণে প্রধানপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষ করে অথবা কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ।

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে, তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য, স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান করে। প্রভুরও কর্ত্তব্য, ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য

প্রদর্শন করেন। ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে, সে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সুচারু রূপে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তিনি কার্কশ্য প্রয়োগ অথবা প্রভুত্ব প্রদর্শন করিলে, সেরূপ হইবার বিষয় নহে। প্রভুর সৌজন্য দেখিলে ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভু-কার্য্যসম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকে।

আল্‌ফন্সো।

নেপল্‌স্‌ ও সিসিলির অধিপতি আল্‌ফন্সো পরম দয়ালু ও প্রজারঞ্জন ছিলেন। সিসিলির যুদ্ধকালে বিপক্ষেরা নদী উত্তীর্ণ হইতে না দেওয়াতে, তাঁহাকে সমস্ত দিবস সসৈন্য অনাহারে নদীর তীরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক জন সৈনিক পুরুষ যৎকিঞ্চিৎ আহারদ্রব্য পাইয়া তাঁহাকে উপহার দিল। এতাদৃশ সময়ে অনেকেই ইহা আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আল্‌ফন্সো সৈনিক পুরুষের এই প্রভুভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, সেই দ্রব্য ফিরিয়া দিলেন এবং কহিলেন, যদি অনাহারে প্রাণবিয়োগ হয়, তথাপি এই সমস্ত সৈন্য, সেনাপতি, ও অন্যান্য লোক অভুক্ত থাকিতে আমি কোন ক্রমেই ভোজন করিব না।

একদা তিনি একাকী অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে

করিতে দেখিতে পাইলেন, এক অশ্বতর কর্দ্দমে পতিত হইয়াছে, আর অশ্বতরস্বামী প্রাণপণে টানা-টানি করিতেছে, কোন ক্রমেই উঠাইতে পারিতেছে না। সে একে একে রাজপথবাহী ব্যক্তিমাত্রকেই সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করে নাই। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিত না, সুতরাং সামান্য লোক জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকেও সাহায্য করিতে কহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং যৎ-পরোনাস্তি পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া অশ্বতরকে কর্দ্দম হইতে উঠাইলেন। অনন্তর, রাজা তাহার নিমিত্ত এতাদৃশ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিলেন, ইহা অবগত হইয়া অশ্বতরস্বামী কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু রাজা, তুমি কোন অপরাধ কর নাই, কি নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ, এই বলিয়া তাহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

প্রভুর নিমিত্ত ভৃত্যের প্রাণদান।

কার্পেথিআন্ পর্ব্বতে অনেক ব্যাঘ্র থাকে। তাহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত ক্রূর ও বলবান্; বিশেষতঃ শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে শীতকালে কৌণ্ট্ পোদস্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত লোক সস্ত্রীক শকটারোহণে ব্রিএঁ হইতে ক্রাকৌ গমন করিতেছিলেন। অস্‌ত্রেইক্ ও জাতোর্ নগরের

মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে কয়েকটা ব্যাঘ্র তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে অশ্বারোহী ভৃত্য ছিল, সে অতিশয় প্রভুভক্ত, এই নিমিত্ত তিনি তাহার প্রতি সতত সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। সে ব্যাঘ্রদিগকে উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া নিবেদন করিল, আপনি অনুমতি করিলে আমি এই ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া শকটের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করি; ঘোটক পাইলে ইহারা আপাততঃ কিঞ্চিৎ শান্ত হইবেক, আমরাও সেই অবসরে জ়াতোর্ পঁহুছিতে পারিব। তিনি সম্মত হইলেন। ভৃত্য অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শকটের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করিল। ব্যাঘ্রেরা অশ্বকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এই অবসরে তাঁহারা সন্নিহিত নগর প্রাপ্তির আশয়ে প্রাণপণে শকট চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু অশ্বগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, অতএব দ্রুত গমন করিতে পারিল না; ব্যাঘ্রেরা শোণিতের আস্বাদ পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইয়া পুনর্ব্বার শকটের নিকট উপস্থিত হইল।

ভৃত্য এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া কহিল, প্রভু! এক্ষণে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আছে। যদি আপনি স্বীকার করেন আমার স্ত্রী ও পুত্রগণের যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবেন, তাহা হইলে আমি ব্যাঘ্রগণের সম্মুখে যাই। আমি নিশ্চয় মরিব বটে, কিন্তু যে সময়ে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিবেক ঐ অবকাশে আপনারা

পলাইতে পারিবেন। তিনি সহসা সম্মত হইতে পারিলেন না; কিন্তু এরূপ না করিলে এক ব্যক্তিরও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই এই ভাবিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন; এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, যদি তুমি আমাদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণদান কর, তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার পরিবারের ভরণ পোষণ করিব। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্রগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারাও তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। এই অবসরে কৌণ্ট্ মহাশয়ও সস্ত্রীক নিরাপদে জাতোর্ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি যে ধর্ম্মপ্রমাণ আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন ইহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র।

পরিশ্রম।

আমাদিগের আজীব, আরাম, ও সৌকর্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে। কিন্তু মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু কোন মতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। শ্রমসাধ্য কৃষি ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না। ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন, ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ, বিনা শ্রম সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে শণ, ঊর্ণা, ও কার্পাস হইতে বস্ত্র

হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা অর্থলাভ হয়। অর্থ জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন, ও প্রয়োজনোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার আলস্য ত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত; তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই।

যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল, মূল, অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকার ও অষ্ট্রেলিআর আদিম নিবাসী লোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যাপি এই অবস্থায় আছে। তাহারা অতি কষ্টে কালযাপন করে, উত্তমরূপ ভক্ষ্য ও পরিধেয় পায় না, এবং অসময়ের নিমিত্ত কোন সংস্থান করিয়া রাখে না, এজন্য সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু যেখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে, তত্রত্য লোকের অবস্থা অনেক অংশে উত্তম। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা তাহারা যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, তাহা অসভ্য জাতির স্বপ্নের অগোচর। ফলতঃ, যে জাতি যেমন পরিশ্রম করে তাহাদের অবস্থা তদনুসারে উত্তম হয়। পৃথিবীর মধ্যে জর্ম্মন, সুইস্, ফরাসি, ওলন্দাজ্, ও ইঙ্গরেজ্ এই কয়েক জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী; এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে,

তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখন কষ্ট পায় না, প্রত্যুত স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে; ফলতঃ যে যেমন পরিশ্রম করে, তাহার তদ্রূপ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সংসারে যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য; সুতরাং শ্রম ব্যতিরেকে সে সকল বস্তু লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না; কিন্তু সাতিশয় পরিশ্রম করাও অবিধেয়; যেহেতু তদ্দ্বারা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় ও রোগ জন্মে। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্লিন্।

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্লিন্ উত্তর আমরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী বষ্টন্ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন, বসাব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি ফ্রাঙ্ক্লিনকে মুদ্রাযন্ত্রালয়ের কর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন; ফ্রাঙ্ক্লিন্ অধ্যয়নে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন তদ্দ্বারা পাঠোপযোগী পুস্তক ক্রয় করিতেন। কিন্তু তিনি এই রূপে বিদ্যানুশীলনে আসক্ত হইয়াও আপন কর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র অমনোযোগ করিতেন না। তিনি ধন ও সময় কখন বৃথা নষ্ট করেন নাই। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ফিলাডেল্‌ফিআ নগরে গিয়া বাস করেন, তথায়

কৈমের্‌নামক এক ব্যক্তির যন্ত্রালয়ে কিছু কাল কর্ম্ম করেন।

স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিশক্তি ও পরিশ্রম প্রভাবে ফ্রাঙ্ক্লিনের ইতি পূর্ব্বেই বিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী ভাষায় রীতিমত পত্র লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তল্লিখিত এক খানি পত্র দেখিয়া এমন চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, স্বয়ং তাঁহার কর্ম্মস্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ফ্রাঙ্ক্লিন্ লণ্ডন্ গমন করিয়া কিছু কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নানা যন্ত্রালয়ে কর্ম্ম করিলেন। অন্যান্য কর্ম্মকরেরা সুরাপান বিষয়ে মাসে প্রায় দশ বার টাকা নষ্ট করিত এবং এই রূপে অপেয় পান দ্বারা স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত করিয়া রাখিত। ফ্রাঙ্ক্লিন্ সুরাপানে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার বুদ্ধি ও শারীরিক স্বাস্থ্য সদা অব্যাহত থাকিত এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থও বাঁচিত।

বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া ফিলাডেল্‌ফিআ নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৈমেরের সহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতেন।

প্রতিবেশীরা তাঁহার পরিশ্রম, প্রখর বুদ্ধি, এবং সরল ও বিশুদ্ধ ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, যিনি যত পারিতেন, অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম

আনিয়া দিতেন। সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত বিষয় কর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করেন; উহা এমন সুবিবেচনা ও নৈপুণ্য পূর্ব্বক চালাইতে লাগিলেন যে, তাহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু এতাদৃশ অর্থাগম দ্বারাও যে তাঁহার স্বভাবের কোনপ্রকার বৈপরীত্য জন্মে নাই ইহা প্রদর্শনার্থে তিনি অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান ও পরিমিত ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; এবং কখন কখন ইহাও দৃষ্ট হইত যে, মুদ্রাযন্ত্রালয়ের নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিয়া এক শকটে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং টানিয়া আনিতেছেন। অনন্তর তিনি কাগজ কলম প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, সাধারণের সাহায্যে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিলেন, এবং প্রতিবৎসর বিবিধহিতোপদেশপূর্ণ এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন্ এইরূপ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়াও বিদ্যানুশীলনেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বদেশনিবাসীদিগের নিকট এমন মান্য হইয়াছিলেন যে, ক্রমে ক্রমে দুই রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ছিল তাহাতে স্বদেশের হিতসাধন বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা তাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল। অবিলম্বে তিনি সাহিত্য ও দর্শন

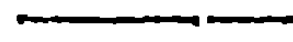
শাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত এক সভা স্থাপন এবং বালকদিগের সুচারুরূপ বিদ্যাশিক্ষার্থে এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। সেই সময়ে আর এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার উদ্দেশ্য এই যে, তৎপ্রদেশ-বাসী লোক আপন আপন সংস্থানানুসারে মাসিকাদি নিয়মে ঐ সভার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করিবেন, অগ্নিদাহ দ্বারা যাহার যে ক্ষতি হইবেক, সভাধ্যক্ষেরা এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। ঐ সভা সংস্থাপনের প্রধান উদ্‌যোগী ফ্রাঙ্ক্‌লিন্। ফলতঃ, সেই সময়ে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে তৎ-প্রদেশে যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদায়ের একপ্রকার কর্ত্তা ছিলেন।

তাঁহার বয়সের পরিপাকাবস্থায়, ইংরেজ্‌দিগের সহিত আমরিকাবাসীদিগের যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি এক প্রধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ঐ সংগ্রাম দ্বারা আমরিকা ইংলণ্ডের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। তিনি কয়েক বৎসর স্বদেশের দৌত্য-কার্য্য স্বীকার করিয়া ফ্রান্সের রাজার নিকট গমনাগমন করিয়াছিলেন। "যে ব্যক্তি আপন কর্ম্মে তৎপর সে রাজসমীপে মান্য ও আদরণীয় হয়" এই উপদেশবাক্য তাঁহার পিতা কখন কখন আবৃত্তি করিতেন। এক্ষণে এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে উক্ত উপদেশবাক্য ফ্রাঙ্ক্‌লিনের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। যৎকালে ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ বিষয়কর্ম্মে প্রথম প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি অতি দীন

হীন ছিলেন; কিন্তু পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, ও মিতব্যয়িতা দ্বারা এরূপ ধনসঞ্চয় ও সম্মানলাভ পূর্ব্বক লোকযাত্রা সংবরণ করেন যে, তৎকালীন অতি অল্প লোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ভূমণ্ডলে যদি কোন ব্যক্তি ধন, মান, ও খ্যাতি লাভ করেন, তাহা হইলে, কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশ উন্নতি হইল, অবগত হইতে সকলেরই অন্তঃকরণে অভিলাষ জন্মে। ফ্রাঙ্কলিন্ কি প্রকারে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলে তদ্রচিত গ্রন্থ পাঠেই এতদ্বিষয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহাতে এই লিখিত আছে, "ধনোপার্জ্জনের পথ আপণে যাইবার পথের ন্যায় অতি সহজ। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই দুইমাত্র ধনসঞ্চয়ের প্রধান উপায়, অর্থাৎ সময় ও অর্থ বৃথা নষ্ট না করিয়া উভয়কেই যথোপযুক্ত রূপে নিয়োজিত করা উচিত। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা ভিন্ন কিছুতেই কিছু হয় না, কিন্তু এই দুই থাকিলেই সকলই সিদ্ধ হইতে পারে। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ন্যায় বাক্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতাও ইহ লোকে উন্নতি লাভের প্রধান সাধন, তদ্রূপ আর কিছুই নাই।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। পরিশ্রমী ব্যক্তিই সকল সৌভাগ্যের ভাজন। যাহা কর্ত্তব্য থাকে অদ্য করিয়া লও, কারণ তুমি জান না কল্য কত বাধা ঘটিতে পারে। যদি তুমি কাহারও ভৃত্য হও, আর তোমার প্রভু

তোমাকে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখেন, তুমি কি লজ্জিত হইবে না? তুমি আপনি আপনার প্রভু, অতএব আপনি আপনাকে অলস দেখিয়াও তোমার সেইরূপ লজ্জিত হওয়া উচিত।”



স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন।

মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও প্রাধান্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন। অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে। আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, পরিশ্রম ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহ ও সাংসারিক সুখসম্ভোগের স্থির উপায় আর কিছুই নাই।

অতএব শৈশবাবধি এরূপ অভ্যাস করা অতি আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না করিতে হয়। বালকদিগের স্বয়ং বস্ত্রপরিধান, স্বয়ং মুখপ্রক্ষালন, ও স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত, জননী অথবা দাসদাসীগণ নিয়ত ঐ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবেক এমন আশা করিয়া থাকা কোন

ক্রমেই বিধেয় নহে। বাল্যকালে পরম যত্নে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোপার্জ্জন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইযা অনায়াসে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার কোন ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে সর্ব্ব লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব; এবং অল্প পরিশ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমন বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিব।

আমরা আপন কর্ম্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে; হয় ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

সর্ রবর্ট্ ইনিস।

স্কট্‌লণ্ডের উত্তরাংশে অর্টন্ নামে এক নগর আছে; তথায় ইনিস্ নামে এক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে ইনিসের উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা মাতা পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহারা

কিছুই সংস্থান রাখিয়া যান নাই; সুতরাং ইনিসের দিনপাত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেকেই আত্মীয়গণের গলগ্রহ হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, কদাচ পরপ্রত্যাশী হইব না। তিনি কোন ব্যবসায় বা বিষয় কর্ম্ম শিখেন নাই, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তদনুসারে তিনি অশ্বারোহী সৈনিক দলে নিযুক্ত হইলেন; তথায় তাঁহাকে পর্য্যায়ক্রমে প্রহরীর কর্ম্ম করিতে হইত।

এক দিবস তিনি প্রহরী রূপে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণেল্ সাহেব কোথায়, তাঁহার নিকট আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এই আগন্তুক ব্যক্তি ইনিস্কে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু জানিতেন না যে, তিনি এক্ষণে এরূপ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং চিনিতে পারিলেন না। তৎকালে কর্ণেল্ সাহেব অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া, ঐ আগন্তুক ব্যক্তি ইনিসের নিকট দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং তিনিই যে সর্ রবর্ট্ ইনিস্ ইহা অতি ত্বরায় অবধারিত করিলেন। পরে কর্ণেল্ সাহেবের গোচরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অনেক রাজা অপেক্ষা আপনকার গৌরব অধিক; কারণ অতি সম্ভ্রান্ত লোক

আপনকার প্রহরী। ঐ কর্ণেলের নাম রিন্‌রাম্‌। রিন্‌রাম্‌ শুনিয়া ও সবিশেষ অবগত হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক ব্যক্তিকে ইনিসের স্থলে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি আসিবামাত্র কর্ণেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমারই নাম সর্ রবর্ট ইনিস্? তুমি কি অভিপ্রায়ে এমন তুচ্ছ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ? ঐ যুবা ব্যক্তি অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, হাঁ মহাশয়! আমার নাম রবর্ট্ ইনিস্। পিতা মাতা মরণকালে এক কপর্দ্দকও সম্বল রাখিয়া যান নাই; এক্ষণে আত্মীয়গণের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা, আপন মান, সম্ভ্রম, ও পদের গৌরব বিস্মরণ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা উত্তম, এই বিবেচনা করিয়া আমি এই কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছি।

রিন্‌রাম্ প্রথমতঃ যেরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার এই কথা শুনিয়া তদনুরূপ আহ্লাদিতও হইলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তির এরূপ রীতি চরিত্র, সে অসামান্যগুণসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সে দিনের নিমিত্ত বিদায় দিলেন, ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং কহিলেন, যে কোন বস্ত্রাদি তোমার অভিমত হয়, আমার পরিচ্ছদাগার হইতে গ্রহণ কর। কিন্তু ইনিস্ কহিলেন, আমি এখানে

নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিতাম তাহার কিছু কিছু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, অতএব আর আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই রূপে কর্ণেল্ মহাশয় উত্তরোত্তর ঐ যুবা ব্যক্তির প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া ত্বরায় তাঁহাকে এক উত্তম পদে অধিরূঢ় করিলেন।

তৎকালে কর্ণেলের দুহিতা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনি ইনিস্‌কে তথায় লইয়া গেলেন, এবং সেই যুবযুগলকে পরস্পর অনুরক্ত দেখিয়া তাঁহাদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই পরিণয় কোন ক্রমেই অযোগ্য হইবেক না, যেহেতুক কন্যার ধন সম্পত্তি বরের কুলমর্য্যাদার অননুরূপ নহে, এবং ঐ সম্পত্তি ও ইনিসের বেতন এই উভয়ের দ্বারা উভয়ের স্বচ্ছন্দে কাল যাপন হইতে পারিবেক। অনন্তর বর কন্যা পরিণীত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাওয়া অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। কিন্তু আপদ্ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা

উচিত। আমরা যত ইচ্ছা সাবধান হই না কেন, জন্মাবচ্ছিন্নে যে কখন কোন আপদে পড়িব না এমন আশা করিতে পারা যায় না। আমাদের পরিধান বস্ত্রে ও বাসগৃহে আগুন লাগিতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে আমাদের জলমগ্ন হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। এই সকল অবস্থা ঘটিলে আমাদের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে; আর তেমন তেমন হইলে প্রাণনাশেরও আটক নাই। কিন্তু, বিপদ্ পড়িলে যদি আমরা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির চিত্তে আত্মরক্ষার উপায়চিন্তনে তৎপর হই, তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

বিপদ্ পড়িলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমন অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায় যে, তাহারা আত্মরক্ষার কিছুমাত্র উপায় করিতে পারে না। এইরূপ হইলে বিপদের নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিপৎকালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত; তাহা হইলে, উপস্থিত অমঙ্গল অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। এই গুণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রশংসনীয়।

যদি কখন কাহারও কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যার্থে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা দৌড়িয়া যাইলে বস্ত্র

অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় ও ত্বরায় দেহ দাহ করে। ঐ সময়ে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে তত শীঘ্র দাহ হইতে পারে না। যদি ঐ সময়ে এক খান সতরঞ্চ অথবা গালিচা গায়ে জড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

দহ্যমান গৃহ হইতে পলাইবার সময় যদি ঐ গৃহ ধূমপূর্ণ থাকে, সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে; তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। এমন স্থলে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়া অতি উত্তম কল্প; যেহেতু তৎকালে মেজিয়ার উপর নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি দৈবাৎ জলে মগ্ন হয় আর সন্তরণ না জানে, তাহার ভাসিয়া উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। তখন কেবল স্থির হইয়া নাড়ী সকল বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকা আবশ্যক। শরীর জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং যদি অতি ব্যাকুল হইয়া হস্ত পদাদি নিক্ষেপ না করে, তবে শরীর অবশ্যই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে ও সেই খানেই থাকিবে, কখনই মগ্ন হইবে না।

দহ্যমান গৃহস্থিত দুই স্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

একদা রজনীযোগে কোন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল; গৃহস্বামিনী জাগরিত হইয়া দেখিলেন, অগ্নিশিখা অতি প্রচণ্ড বেগে গবাক্ষদ্বার দিয়া বাসগৃহে প্রবেশ করি-

তেছে। তাঁহার পুত্রেরা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে শয়ন করিয়াছিল। ঐ সময়ে তাহাদিগকে জাগরিত করিলে অনায়াসে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারিত; কিন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া, স্বয়ং অতি কষ্টে গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক, এক বারেই রাজপথে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইবামাত্র প্রাণসম পুত্রেরা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ও ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু পুনর্বার গৃহে প্রবেশ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন; এখানে পুত্রেরা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিল।

আর এক সময় রাত্রিতে অন্য এক গৃহে অগ্নি লাগাতে সেই গৃহের কর্ত্রী জাগরিত হইয়া দেখিলেন, বাসগৃহের নীচে অগ্নি অতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার স্বামী গবাক্ষ উদঘাটন করিতেছিলেন, তিনি নিবারণ করিয়া কহিলেন, দ্বার খুলিলে ধূম ও অগ্নির উত্তাপে কোন ক্রমেই গৃহে থাকিতে পারা যাইবেক না। তাঁহার কয়েকটি পুত্র ধাত্রীর সহিত পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে নিদ্রিত ছিল। গৃহস্বামিনী তাহাদিগকে জাগরিত করিলেন, এবং কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুল না হইয়া কয়েক খান চাদর ও কম্বল পরস্পর যোজিত করিলেন এবং তাহার এক প্রান্ত স্বয়ং ধারণ করিয়া, অপর প্রান্ত ধাত্রীকে অবলম্বন করাইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রথমতঃ তাহাকে

নীচে নামাইয়া দিলেন। পরে ঐ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুত্রদিগকেও অবতীর্ণ করিলেন; অবশেষে তাঁহারাও স্ত্রীপুরুষে অবতীর্ণ হইলেন। এই রূপে সকলেরই প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে এক ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না; যেহেতু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সমুদায় গৃহ ভস্মাবশেষ হইল।

চিত্রকরের ভৃত্য।

সর্ জেম্স্ থরন্হিল্ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। তিনি কোন এক দেবালয় চিত্রিত করিবার ভার লইয়াছিলেন। এক দিবস্ তিনি, চিত্রকর্ম্ম কেমন হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত, ভারার উপর উঠিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে পিছু হাঁটিয়া আসিয়া ক্রমে ভারার নিতান্ত প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন, আর এক পা চলিলেই এক বারে অধঃপতিত হইয়া ধূলিসাৎ হইতেন। তাঁহার ভৃত্য এই বিপদ্ উপস্থিত দেখিবামাত্র চিত্রকর্ম্মের উপর এক বাটী রঙ্ প্রক্ষেপ করিল। তিনি ভৃত্যের আপাততঃ গর্হিতবৎ আভাসমান এই ব্যাপার দর্শনে ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও পশ্চাদ্গমনে বিরত হইয়া তাহার দণ্ডবিধানার্থে সম্মুখে ধাবমান হইলেন; কিন্তু তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র, তিনি তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যদি ভৃত্য এপ্রকার উপায় না করিয়া তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ্ জানাইত, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ব্যাকুল ও স্খলিতপদ হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এই স্থলে ভারার প্রান্তভাগ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে সম্মুখে গমন ভিন্ন তাঁহার প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। অতএব চিত্রিত প্রদেশে রঙ্ প্রক্ষেপ করিয়া ভৃত্য বিলক্ষণ বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াছিল। ফলতঃ, ভৃত্য এরূপ সতর্ক ও প্রত্যুৎপন্নমতি না হইলে কোন ক্রমেই চিত্রকরের অপমৃত্যু নিবারণ হইত না।

বিনয়।

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে, বিনয় সদ্গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্গুণও আত্মশ্লাঘাসহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল

বিদ্যা, গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও উপহাসাস্পদ হইতে হয়; যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোকে নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেকের এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতীকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্ত্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তিমূলক কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

সর্ আইজ্যাক্ নিউটন্।

অসাধারণবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় মহাত্মাদিগকে সামান্য ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা সমধিক শিষ্ট

ও বিনীত দেখিতে পাওয়া যায়। মহানুভাব সর্ আইজ্যাক্ নিউটন্ স্বীয় অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, অথচ তিনি অতিশয় শিষ্ট ও বিনীত ছিলেন। অতি শৈশবকালে পঠদ্দশাতেই তিনি স্বহস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পাঠশালাস্থ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

নিউটন্ যখন কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক হইয়া বিদ্যালয়ে গমন করিলেন, তখন তিনি বায়ু, জল, জোয়ার, ভাটা, চন্দ্র, সূর্য্য, ও তারাগণের বিষয় কিছু কিছু অবগত হইতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন। এক দিবস তিনি আপন উদ্যানে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে বৃক্ষ হইতে এক আতা ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, আতারই এমন কোন শক্তি আছে যে, সে স্বয়ং অধঃপতিত হইল, অথবা পৃথিবীরই এমন কোন শক্তি আছে যে, তাহার আকর্ষণ দ্বারা আতা পতিত হইল? পরিশেষে অনেক বিবেচনার পর নির্দ্ধারিত করিলেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণেই আতা পতিত হইয়াছে এবং ঐ আকর্ষণ প্রকৃতির এক নিয়ম; উহা দ্বারা সকল পদার্থ ভূতলে পতিত থাকে, ইতস্ততঃ যাইতে পারে না। তিনি ইহাও আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন যে, বস্তুমাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে, এবং তাহাদিগের আকার ও দূরত্ব অনুসারে আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য হয়। এই নিয়ম অনুসারে, 'চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা, এবং পৃথিবী ও অন্যান্য

গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত ও পৃথক্ পৃথক্ দূর দেশে ব্যবস্থাপিত আছে।

লোকে নিউটনের এই সমস্ত আবিষ্ক্রিয়াকে মহোপকারক বলিয়া স্বীকার করে, এবং এই সকল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞানী লোকেরা চিরকাল ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবেক।

নিউটন্ অতি শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে ক্রোধাদির বশীভূত হইতে দেখেন নাই। তাঁহার একটি ছোট কুকুর ছিল; তিনি উহাকে ডায়মণ্ড্ বলিয়া ডাকিতেন। এক দিবস তিনি কোন কর্ম্মানুরোধে পাঠগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, দৈবাৎ সেই সময়ে ডায়মণ্ড্ টেবিলের উপর উঠিয়া জ্বলন্ত বাতি ফেলিয়া দেয়। তাহাতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার সমুদয় কাগজ পত্র ভস্মাবশেষ হয়। এই রূপে তাঁহার বহু বৎসরের পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়। কিন্তু নিউটন্ পাঠগৃহে প্রবেশিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াও কুকুরকে প্রহার করিলেন না, কেবল এই মাত্র কহিলেন, ডায়মণ্ড্! তুমি যে আমার কি ক্ষতি ও অপকার করিয়াছ তাহার কিছুই জান না।

নিউটন্ অতিশয় জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ছিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞান ও বিদ্যার কিছুমাত্র অহঙ্কার করিতেন না. স্বভাবতঃ সাতিশয় নম্র ও বিনীত ছিলেন। কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলের প্রতি সমান দয়ালু ছিলেন। তিনি যদিও তৎকালীন সকল

লোক অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন ছিলেন, তথাপি মরিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, আমার যাহা শিখিতে অবশিষ্ট আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে, যাহা শিখিয়াছি তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কোন বিষয় ভাবিতে বসিয়া কখন কখন তিনি তাহাতে এমন মগ্ন হইতেন যে, তাঁহার আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া প্রায় এক প্রহর কাল পড়িয়া থাকিত, ইহার কমে তাঁহাকে উঠাইতে পারা যাইত না।

শিষ্টাচার।

সকল মনুষ্যেরই স্বভাব ও মনের গতি পৃথক্ পৃথক্। আপনার মনে যাহা উদয় হয়, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যদি তাহাই কহে, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত যখন আমরা পাঁচ জন একত্র হই, তখন কেবল এমন কথা কহা উচিত যে, তাহা শুনিয়া কোন ব্যক্তির অসন্তোষ না জন্মে।

যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি যেরূপ লোক তাঁহার তদনুরূপ মর্য্যাদা ও সমাদর করা উচিত। যদি অভ্যাগত ব্যক্তি মান্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনি, মহাশয়, ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দ, ও সমকক্ষ ব্যক্তি হইলে ভাই, তুমি, ইত্যাদি আদরসূচক বাক্য, প্রয়োগ করা উচিত। অতি সামান্য লোক হইলেও

তাহাকে আপনার তুল্য লোক বিবেচনা করিয়া সম্ভাষণ ও সম্বোধন করা কর্ত্তব্য। অনেকেই এরূপ লোককে অরে, তুই, ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক শব্দে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অন্যায়। যে ঐ প্রকার কথা বলে, তাহার কিছুই লাভ নাই, কিন্তু যাহাকে বলা যায় সে তাহাকে অহঙ্কৃত, অশিষ্ট, ও অভদ্র মনে করে এবং মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে হইলেও যথোচিত বিনয়, শিষ্টাচার, ও সমাদর পূর্ব্বক লেখা উচিত। যে যেমন লোক তাহাকে সেইরূপ পাঠ লেখা কর্ত্তব্য।

যখন অনেকে একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতে থাকে, তখন যে ব্যক্তি প্রথম কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার কথা সমাপ্ত না হইলে, আর কাহারও কহিতে আরম্ভ করা উচিত নহে; করিলে শিষ্টাচারের বহির্ভূত কর্ম্ম করা হয়। অনেকেই এরূপ শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে অনিচ্ছু, কিন্তু সেরূপ হওয়া কদাচ বিধেয় নহে; যেহেতু তাহাতে পূর্ব্ব ব্যক্তির অনাদর করা হয় এবং আপনারও অসভ্যতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। ফলতঃ, এমন স্থলে আপনার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া পরের কথা সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অতি আবশ্যক। তাহা না করিয়া অকারণে এক ব্যক্তিকে ক্ষোভ দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

যাহার যেরূপ সহবাস তাহার প্রায় তদনুযায়ী স্বভাব হয়। যদি আমরা সর্ব্বদা এমন স্থানে থাকি যে,

যেখানে সতত বিবাদ ও কলহ হয়, তাহা হইলে আমাদের অন্তঃকরণ রূঢ় ও রাগাসক্ত হইয়া উঠে। আর সর্ব্বদা মৃদু বাক্য শ্রবণ করিলে আমরা মৃদুস্বভাব ও শিষ্টপ্রকৃতি হই। যে স্বভাবতঃ রূঢ় ও অশান্ত, সে ব্যক্তিও সতত শিষ্টসংসর্গে বাস করিলে শিষ্ট ও শান্ত হয়, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ও সৎসংসর্গসেবনে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেন।

শিষ্টাচার করা অতি আবশ্যক ও উচিত বটে; কিন্তু যাহাতে লোক চাটুকার মনে করে এমন শিষ্টাচার করা অকর্ত্তব্য। কাহারও ঔদ্ধত্য দেখিলে অথবা রূঢ় ও অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিলে লোকে যেমন অসন্তোষ ও বিরাগ প্রকাশ করে, কাহাকেও চাটুকারের ন্যায় অন্যের অনুবৃত্তি করিতে দেখিলে সেইরূপ করিয়া থাকে।

পারস্য কৃষাণ।

যিনি যত কেন উচ্চপদারূঢ় হউন না, তাঁহাকেও অতি দীন হীনের শিষ্টাচারে ও সৌজন্যপ্রদর্শনে প্রীত হইতে হয়। এবং যে যত কেন দীন হীন হউক না, সে সৌজন্যপ্রদর্শন ও শিষ্টাচার দ্বারা প্রশংসা প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, অনুগ্রহপ্রদর্শন বা শিষ্টাচার দ্বারা কত লাভ বা কত উপকার হইল তাহার তত গণনা করা যায় না, সে ব্যক্তি সেই অনুগ্রহ-

প্রদর্শন বা শিষ্টাচার কেমন অন্তঃকরণে করিল তাহাই প্রধান রূপে গণনীয় হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই অতি দীন হীনেরা অতি সামান্যরূপ উপকার করিয়াও যেরূপ প্রশংসনীয় ও আদরণীয় হয়, অতি সমৃদ্ধ লোকেরা, সাধ্যানুসারে যত পারেন, উপকার করিয়াও কখন কখন সেরূপ হইতে পারেন না। ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে, প্রথম চারল্স্ এমন অসন্তোষজনক রূপে নিজ পারিষদগণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতেন যে, তাহারা তাহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু অন্যান্য রাজারা পারিষদগণের প্রার্থনা পরিপূরণ অস্বীকার করিয়াও এমন সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় করিতেন যে, তাহারা অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও সন্তুষ্ট হইয়া যাইত।

একদা পারসের অধিপতি আর্তাজ়রক্সিস্ দেশভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে এক কৃষাণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সে দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সম্মুখে কোন দ্রব্য না পাইয়া, সন্নিহিত নদী হইতে এক অঞ্জলি জল আনিয়া পানার্থে তাঁহার সম্মুখে ধরিল। রাজা এতাদৃশ অসদৃশ উপহার দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া কহিলেন, যদিও ইহা অতি সামান্য উপহার বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা তোমার সাতিশয় সৌজন্য প্রকাশ পাইতেছে। ফলতঃ, এই কৃষাণ অবস্থা ও আকারে কৃষাণ বটে, কিন্তু তাহার মন স্বভাবতঃ ভদ্রলোকের ন্যায় ছিল, সন্দেহ নাই।

চতুৰ্দ্দশ লুই।

ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুইর এমন অনেক দোষ ছিল যে, তাঁহাকে প্রশংসিত রাজা বলা যায় না, কিন্তু দয়া ও সৌজন্য বিষয়ে তিনি অসাধারণ ছিলেন। যাহা কহিলে কেহ মনে দুঃখ পায় এমন কথা তিনি প্রায় কখনই কহিতেন না। একদা কয়েকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তাঁহার ভবনে আগমন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটি গল্প আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন উহা সকলেরই বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইবেক, কিন্তু অত্যন্ত নীরস হইয়া উঠিল; প্রায় কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজা উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, আমার গল্প যে অত্যন্ত নীরস হইয়াছিল তাহা তোমরা অবশ্য অনুভব করিয়াছ। তাহারা সকলেই এক বাক্যে কহিল, মহারাজ! আপনার যাদৃশ সৌজন্য প্রসিদ্ধ আছে, গল্পটি তদনুরূপ হয় নাই। রাজা কহিলেন, ইহা দ্বারা যে অমুকের পিতার নিন্দা করা হইবেক, গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে পর আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে অনুতাপ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। গল্প করিয়া কাহারও মনে দুঃখ দেওয়া অপেক্ষা সে গল্পের উল্লেখ না

করাই ভাল। বোধ করি আমি আর কখন এরূপ গল্প করিব না।

লুই স্বয়ং কখন কাহাকেও উপহাস করিতেন না এবং নিজ পরিবারের কোন ব্যক্তিকেও উপহাস করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ আমোদ সামান্য লোকের পক্ষে বজ্র ও বিষাক্ত বাণ তুল্য। একদা তাঁহার পুত্রবধূ কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন যে, ইহা অপেক্ষা কুৎসিত পুরুষ আমি জন্মাবচ্ছিন্নে দেখি নাই। এই কথা তিনি এমন উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছিলেন যে, সে ব্যক্তি তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে কহিলেন, আমার রাজ্যে যত লোক আছে আমি এই ব্যক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী দেখি। ইনি আমার এক জন অত্যুৎকৃষ্ট সাহসী সেনাপতি, বিপক্ষের আক্রমণ কালে অদ্বিতীয় সহায়। অতএব আমি কহিতেছি, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, অবিলম্বে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা কর।

পরিমিতাহার।

কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলকেই শরীররক্ষার্থে কিছু কিছু আহার করিতে হয়; কাহাকেও অল্প, কাহাকেও অধিক। যে ব্যক্তি বলবান্ ও সুস্থ, দুর্ব্বল ও

ক্ষীণজীবী ব্যক্তি অপেক্ষা তাহার অধিক ভোজন আবশ্যক; তাহা না হইলে শরীর রক্ষা হয় না। যাহা আহার করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি ও তৃপ্তিবোধ হয় তাহাকে পরিমিত কহে। সকলেরই পরিমিত ভোজন করা উচিত। যে ব্যক্তি নিয়ত পরিমিত ভোজন করে তাহার শরীর সদা সুস্থ থাকে। অপরিমিত ভোজন করিলে সুচারুরূপ পরিপাক হয় না; সুতরাং সর্ব্বদা অসুস্থ ও রুগ্ন হইতে হয়। অতএব অপরিমিত ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

অনেকে অপরিমিত আহার করিতে ভাল বাসে; কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে সেই অপরিমিত আহারের দোষে যে অশেষ ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা আহারের সময় তাহাদিগের বোধগম্য হয় না; বরং কেহ নিষেধ করিলে উপহাস করে ও অসন্তুষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি অপরিমিত আহার করে তাহাকে ঔদরিক কহে। ঔদরিকের কুত্রাপি আদর নাই, সকলেই তাহাকে হেয় জ্ঞান করে। সে চিরকালের নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ঔদরিকেরা প্রায় দীর্ঘজীবী হয় না।

কেহ কেহ আহার বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত, আহার প্রস্তুত করিবার বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করে, এবং আহারকে পরম সুখসাধন বোধ করে। এরূপ ব্যক্তিদিগকে লোকে অসার জ্ঞান করে। ইহারাও এক প্রকার ঔদরিক।

অতিভোজন যেরূপ দূষ্য ও নিষিদ্ধ, সুরাপান তদ

পেক্ষা অধিক দূষ্য ও অধিক নিষিদ্ধ। সুরাপানে রত হইলে কত অপকার, তাহা বর্ণনা করা যায় না; সুরাপান অশেষ দোষের আকর। যে ব্যক্তি অধিক কাল সুরাপান করে, তাহার শরীর চিরকালের নিমিত্ত দুর্ব্বল, অসুস্থ, ও রুগ্ন হয়। অধিক সুরাপান করিলে মত্ত হয়; মত্ত হইলে বুদ্ধি বিচলিত হয়; বুদ্ধি বিচলিত হইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। মত্ত ব্যক্তিরা সহসা বিবাদ করে, অনেক গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আবশ্যক হইলে হত্যাতেও পরাঙ্মুখ নহে। আর যদি অল্প পরিমাণেও পান করে, তাহা হইলেও পাগলের মত কত বকে, এবং সেই অবস্থায় যে সকল কথা বলে পরিশেষে তাহার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে হয়।

সুরার বিশেষ দোষ এই যে, পান করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস জন্মিয়া যায়। অভ্যাস জন্মিলে আর উহা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ অধিক পান করিয়াও পানদোষে লিপ্ত হয় না বটে, অর্থাৎ পাগলের মত বকে না এবং কোন অত্যাচার করে না; কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ সুরাসেবনের সমুদায় ফল ভোগ করিতে হয়। তাহারা চিরকাল বুদ্ধিস্থ ও সুস্থশরীর থাকে না, অবশ্যই তাহাদিগকে পরিণামে অসুস্থ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতে হয়। সুরাপানে রত হইলে লোকে মাতাল বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করে। মাতালকে কেহ কখন বিশ্বাস করে না। সে চিরকালের নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; সুতরাং তাহার চিরকাল

দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। অতএব সুরাপান বিষয়ে প্রবৃত্তি করা কদাপি বিধেয় নহে; সুরাকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া সদা সাবধান থাকা উচিত।

লুই কর্ণারো।

ইতালি দেশে ভিনিস্ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় লুই কর্ণারো নামে এক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত নিতান্ত উদরপরায়ণ ছিলেন। প্রতিদিন অপরিমিত ভোজন ও অধিক মাত্রায় সুরাপান করিতেন; এই নিমিত্ত তাঁহাকে শূল, বাত, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ ভোগ করিতে হইত; এক দিনের নিমিত্তও তাঁহার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকিত না। পরিশেষে চিকিৎসকদিগের উপদেশানুসারে তিনি পরিমিত আহারে রত হইলেন, এবং সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে এই লাভ হইল, তিনি এক বৎসরের মধ্যেই সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইলেন এবং সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি আর অতিভোজনে বা সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই এবং তাহাতেই অনেক দিবস পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন, এক দিবসের নিমিত্তও রোগভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু যদি তিনি পূর্ব্ববৎ অতিভোজনে ও সুরাপানে আসক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ দীর্ঘজীবী হইতেন না; যে কয়েক দিন বাঁচিতেন, কেবল রোগ ভোগ করিতেন, সন্দেহ নাই।

সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কোন স্থান হইতে হঠাৎ পতিত হওয়াতে তাঁহার এক বাহু ও এক পদ ভগ্ন হইয়া যায়। তত অধিক বয়সে ঈদৃশ আঘাত লাগিলে আরাম হওয়া অতি কঠিন হইয়া উঠে; হয় ত তদ্দারা প্রাণ-বিয়োগই হয়। কিন্তু কর্ণারোর শরীর আহারনিয়ম-গুণে তৎকাল পর্য্যন্ত বিলক্ষণ পটু থাকাতে, তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পরিমিতা-হারের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ! তিনি তিরাশি বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত এমন সুস্থ ও সবল ছিলেন যে, পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াও ক্লিষ্ট হইতেন না এবং ভূমি হইতে অনা-য়াসে অশ্বে আরোহণ করিতে পারিতেন। তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি এমন অব্যাহত ছিল যে, তিনি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, এক দিনের নিমিত্তও তাঁহার শরীরের ও মনের কোন অসুখ ছিল না। পরিশেষে তিনি অষ্ট-নবতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শরীর সুস্থ থাকিলে বিদ্যা-লাভ ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি সকলই সম্পন্ন হইতে পারে। যাহার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ, তাহা অপেক্ষা

হতভাগ্য আর কেহ নাই। সে একপ্রকার জীবন্মৃত; তাহার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র।

যে সকল অত্যাচার করিলে শরীর হীনবীর্য্য ও ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলেই আমরা যাবজ্জীবন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারি। আর যদি আমরা নিতান্ত বিচেতন হইয়া শরীরকে অব্যাহত রাখিতে যত্ন না পাই, তাহা হইলে আমরা কোন ক্রমেই সুস্থ থাকিতে পারি না; তথাহি, যদি আমরা নিরত অতিভোজন করি, অথবা এমন বস্তু আহার করি যে, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই, তাহা হইলে আমাদিগের পাকস্থলী অজীর্ণদোষে দূষিত হয়। অতিশয় ভাবনা ও চিন্তা দ্বারা শরীর ক্রমে ক্রমে জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। এইরূপ নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা রোগ জন্মে এবং সেই রোগ প্রবল ও অচিকিৎস্য হইয়া উঠিলেই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি শরীরের বল ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অবহেলা করে, তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে তাহার উপায়স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবেক।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে সকল নিয়ম অনুসারে চলা আবশ্যক তাহা এই;—যে স্থানে বাস করা যায় তাহা শুষ্ক হওয়া আবশ্যক; বাসগৃহ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক; সেই গৃহে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা আবশ্যক; সমুদায় শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা

আবশ্যক; প্রতিদিন পরিমিত ভোজন করা আবশ্যক; সর্ব্বদা ঠিক্ একরূপ বস্তু অথবা এক বারে নানাপ্রকার বস্তু ভোজন করা অবিধেয়; মাদক দ্রব্য সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যক; প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা বায়ুসেবন করা আবশ্যক; যাহাতে শরীরের ও মনের চালনা হয়, প্রত্যহ আট দশ ঘণ্টা এমন কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক; এরূপ পরিশ্রমের পর অবকাশ কালে কিছু কিছু নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করা আবশ্যক; এক মুহূর্ত্তও আর্দ্র বস্ত্রে থাকা উচিত নহে; প্রতিরাত্রিতে ছয় ঘণ্টার ন্যূন আট ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য; মনে অতিশয় চিন্তা ও উৎকণ্ঠার উদয় হইতে না দেওয়া উচিত। শোক তাপের বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে নিতান্ত অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক। যদি সকল লোক এই সমস্ত নিয়ম অনুসারে চলে, তাহা হইলে কালক্রমে পৃথিবীতে রোগের এত প্রাদুর্ভাব থাকে না, এবং অনেক অংশে মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষায় অমনোযোগী এক যুবা পুরুষ।

কোন যুবা ব্যক্তি বিষয় কর্ম্মে নূতন প্রবৃত্ত হইয়া কিছু দিন কর্ম্ম করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক দিবস সায়ংকালে নাট্যশালা হইতে আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার সর্দ্দি বোধ হইল। যদি তিনি পর দিবস কর্ম্মস্থানে না গিয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ ঔষধ

সেবন করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার পীড়া-শান্তি হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি প্রতিদিন কর্ম্ম-স্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান না করিলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিত, এই নিমিত্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে থাকিতে পারিলেন না, যথাকালে কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। সায়ংকালে পীড়ার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। স্বাভাবিক অত্যন্ত উৎসাহ থাকাতে তিনি প্রত্যহই যথানিয়মে কর্ম্মস্থানে যাইতে লাগিলেন, এক দিনের নিমিত্তও বিরত হইলেন না। পরিশেষে এই ঘটিয়া উঠিল যে, তাঁহার গলা ফুলিল; কিন্তু তাদৃশ বেদনা ছিল না, সুতরাং তদ্দ্বারা যে কোন বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে ইহা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি যে ইহা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এমন নহে; কার্য্য-বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে এক দিবস রজনীতে স্থানা-ন্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে অত্যন্ত হিম ও শীতল বাতাস লাগাতে তাঁহার স্বর বদ্ধ হইয়া বাক্-রোধ হইল, তথাপি তিনি কর্ম্ম করিতে বিরত হইলেন না। এই রূপে উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে এক জন চিকিৎসক তাঁহার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ পীড়িত দেখিয়া ও পূর্ব্বাপর সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি আপনি আপনার বিনাশের হেতু হইতেছ; অবিলম্বে গৃহে গমন কর, এবং যিনি তোমার চিকিৎসা

করিয়া থাকেন তাঁহাকে আনাইয়া বিশেষ চেষ্টা কর। ইহা শুনিয়া তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। অশেষ প্রকার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নিশ্বাসের পথে ও গলার নলীতে এমন ক্ষত হইয়াছিল যে, কোন ক্রমেই আরাম হইয়া উঠিল না। এই রূপে তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই যুবা ব্যক্তি পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ, ও সর্ব্বপ্রকারে সুশীল ছিলেন, কেবল পীড়া বিষয়ে কিছু সাবধান হইলে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ সৌভাগ্যে কালযাপন করিতে পারিতেন।

সন্তোষ।

সন্তোষ দুইপ্রকার, উচিত ও অনুচিত। আমাদিগের এমন অবস্থা ঘটিতে পারে যে, অন্ন, বস্ত্র, ও অন্যান্য আবশ্যক বস্তুর অভাবে বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে পারি। আমাদিগের এরূপ বুদ্ধি ও ক্ষমতা আছে যে, আমরা ঐ সকল ক্লেশ দূর করিতে সমর্থ। অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কোন ক্রমেই অবিবেচনার কর্ম্ম নহে; এমন স্থলে সন্তুষ্ট থাকাই অনুচিত। এরূপ ঘটাও অসম্ভব নহে যে, আমরা এমন অবস্থায় অবস্থিত আছি যে, বাস্তবিক অনিষ্ট ঘটিতেছে। যদি আমরা অপরিষ্কৃত

ও অপরিশুদ্ধ গৃহে বাস করি, তাহা হইলে আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাও অনুচিত। যদি মনুষ্যমাত্রেই পৃথিবীর প্রারম্ভকালাবধি স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত, এবং স্বল্পায়াসপ্রতিবিধেয় অনিষ্টাপাত সমূহ সহ্য করিয়া আসিত, তাহা হইলে নরলোকের এরূপ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি না হইয়া অদ্যাপি অসভ্য অবস্থাই থাকিত।

আমাদিগের যেরূপ উপায় ও ক্ষমতা, তাহাতে যত দূর ভাল অবস্থা হইতে পারে তাহাতেই সুখী হওয়া, এবং শ্রম ও যত্ন করিয়াও যে সকল অনিষ্ট ঘটনার প্রতিবিধান করিতে পারা যায় না তাহাতে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা, এই উভয়কে যথার্থ সন্তোষ বলা যায়। এইরূপ সন্তোষ-কেই সকল লোকে প্রশংসা করে, এবং সাধু ব্যক্তি-মাত্রেই এইরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে তৎপর হয়েন।

যে ব্যক্তি স্বীয় সাধ্যানুরূপ ইষ্টলাভে সন্তুষ্ট না হয়, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষেরা কোন কালেই সুখী হইতে পারে না; কারণ তাহারা সন্তুষ্ট নহে। এক বস্তু হস্তগত হইলে তাহারা অন্য বস্তুর অভিলাষ করে; যত মর্য্যাদা লাভ করুক না কেন, তাহারা আরও চাহে। প্রধান পদে অধিরূঢ় ও ঐশ্বর্য্যশালী হইলে পদে পদে বিপদ্‌ও সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠা ও অসুখ। যে ব্যক্তি স্বল্প লাভেই সন্তুষ্ট, সে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে কাল যাপন করে। অতএব সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া সুখের বিষয়, কিন্তু সন্তুষ্টস্বভাব হইয়া কষ্ট পাওয়া উচিত নহে।

সন্তোষ অমূল্য রত্ন! যিনি সহস্র সহস্র বাসনা-বিসর্জ্জনরূপ মূল্য দিয়া এই অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী, সুখী, ও চতুর বণিক্।

নেপোলিঅন্ বোনাপার্ট্।

সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিঅন্ বোনাপার্ট্, ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই অগষ্ট, কর্সিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সেনাসম্পর্কীয় অতি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বদেশের সম্রাট্ করিল। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট্ পদ প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। তদনুসারে ইউরোপে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করেন এবং একে একে অনেক রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই সেই রাজার রাজ্য আপন বশে আনেন।

ইউরোপের রাজারা এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে! অতঃপর নেপোলিঅন্ পরাজিত হইতে লাগিলেন। যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই হারাই-

লেন। পরিশেষে বিপক্ষেরা তাঁহাকে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। যিনি অতি সামান্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বীব অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ্ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে শেষ দশায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি তিনি সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে যাবজ্জীবন অকণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

মিতব্যয়িতা।

আমরা পরিশ্রম করিয়া অর্থ কেবল উপার্জ্জন করিব এমন নহে; উপার্জ্জিত অর্থ সাবধান হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাও কর্ত্তব্য। যদি আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করি, এবং তৎক্ষণাৎ সমুদায় ব্যয় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে, আলস্যে কাল হরণ না করিয়া কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় যে লাভ ও উপকার তদ্ভিন্ন আর কোন লাভ ও উপকার নাই। যদি আমরা উপার্জ্জন অতি অল্প করি, কিন্তু অকাতরে ব্যয় করিতে থাকি, তাহা হইলে আরও মন্দ। এরূপ করিলে ত্বরায় আমরা রিক্তহস্ত ও নিরুপায় হইব, ঋণগ্রস্ত হইব, এবং

পরিশেষে বিষম দুঃখে পড়িব। অতএব আয় অনুসারে ব্যয় করাই উচিত কল্প। যাহা অর্জ্জন করিব সমুদায়ই ব্যয় করা কদাপি বিধেয় নহে। আমরা রোগ অথবা বার্দ্ধক্য কিংবা অন্য কোন ঘটনা প্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতে পারি, এজন্য সর্ব্বদাই সযত্ন হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা অতি আবশ্যক। যে যত অল্প উপার্জ্জন করুক না কেন, যদি কোন মতে কিছু বাঁচাইতে পারে, তাহা তাহার ক্লেশের সময় বিশেষ উপকারে আইসে।

আমরা যত বড় ধনাঢ্য হই না কেন, সাবধান হইয়া উপযুক্ত বিষয়ে অর্থ ব্যয় করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে সকল আমোদে অসাধুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তদুপলক্ষে অর্থব্যয় করা জলে ফেলিয়া দেওয়ার তুল্য। ফলতঃ, এরূপ অপব্যয় করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করা পণ্ডশ্রমমাত্র। সেই অর্থ না আমাদেরই উপকারে আইসে, না জগতেরই উপকারে আইসে। যে অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হয় তাহাই সার্থক। আমরা যে কিছু অর্থ বা বস্তু বাঁচাইতে পারি, তাহা অপব্যয় না করিয়া দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে দেওয়া অতিশয় প্রশংসনীয়।

প্রধান প্রধান লোকের মিতব্যয়িতা।

এই ভূমণ্ডলে কেহ কেহ অত্যন্ত উচ্চপদারূঢ় হইয়াও অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। মহাবীর সিকন্দর্

মাসিদনের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় সামান্য সেনাপতিদিগের ন্যায় অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। অগস্তস্ প্রায় সমুদায় পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াও পরিচ্ছদ পরিপাটীর নিমিত্ত কিছুমাত্র ব্যয় করিতেন না। তিনি যে শয্যায় শয়ন করিতেন তাহার মূল্য সামান্য লোকের শয্যার অপেক্ষা অধিক ছিল না। জর্ম্মনির সম্রাট্ রোদল্ফ্ এমন সামান্যরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন যে, এক দিবস তিনি বহ্নিসেবনার্থ এক রুটিওয়ালার দোকানে প্রবেশ করাতে, তাহার স্ত্রী তাদৃশ পরিচ্ছদ দর্শনে অতি তুচ্ছ লোক জ্ঞান করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন বিপণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। জর্ম্মনির ও স্পেনের অধীশ্বর পঞ্চম চারল্স্, এবং ফ্রান্সের অধিপতি একাদশ লুই, ইঁহারাও অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। পৃথিবীর প্রারম্ভ অবধি যখন যত রাজা হইয়া গিয়াছেন, ইঁহারা তাঁহাদিগের কাহা অপেক্ষাও আধিপত্য, সম্পত্তি, ও প্রতাপে ন্যূন ছিলেন না। ইঁহারাও পরিচ্ছদের নিমিত্ত অধিক ব্যয় করা অপব্যয় জ্ঞান করিতেন। ইঁহাদিগের পরিচ্ছদ পরিপাটী বিষয়ে এরূপ অযত্ন ও অনাদর দেখিয়া অনেকেই মনে মনে করিতে পারে, ইঁহারা অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ও কৃপণ ছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইঁহারা অনাবশ্যক বলিয়া তাদৃশ ব্যয়ে সম্মত ছিলেন না, নতুবা আবশ্যক ও চিত বিষয়ে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

দয়া ।

সংসারে এত আপদ্ বিপদ্ আছে যে, অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হইলেও সেই সমস্ত অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। আমরা রোগে অভিভূত ও আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারি। আমাদের উত্তম উত্তম কল্পনা সকল বিফল হইয়া যাইতে পারে। আমাদিগের নিতান্ত অপ্রতুল ঘটিতে পারে। যখন কেহ এই সকল বিপদে পড়ে, তখন সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করা অতি উচিত কর্ম্ম। যে ব্যক্তিকে সাহায্য করা যায়, সে উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়, এবং যে সাহায্য করে, সে ব্যক্তিও আন্তরিক অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করে। অন্যের দুঃখ দূর করিতে পারা পরম সুখের বিষয়।

স্বভাবতঃ সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান নহে। কেহ বলবান, কেহ দুর্ব্বল; কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বোধ; কতকগুলি লোকের প্রায় কখন কোন বিষয়েই ভ্রান্তি জন্মে না, কতকগুলির প্রায় সকল বিষয়েই সর্ব্বদা ভ্রান্তি জন্মে; কেহ যথেষ্ট পৈতৃক বিষয় পায়, কেহ কিছু পায় না; কোন কোন ব্যক্তিকে তাহাদিগের পিতা মাতা উত্তমরূপ বিদ্যা শিখাইয়া যান, কোন কোন ব্যক্তি মূর্খ হইয়া থাকে। সুতরাং স্ব স্ব প্রধান হইয়া অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। অতএব পরস্পর আনুকূল্যবিধানে সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির দুর্ব্বলের

সাহায্য করা উচিত; সাধুদিগের অসাধুর চরিত্র সংশোধন করা উচিত; ধনবানের দরিদ্রের আনুকূল্য করা উচিত; পণ্ডিতের মূর্খকে জ্ঞান দান করা উচিত। এই সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে অনায়াসে প্রবৃত্তি জন্মিবার উপায় স্বরূপ আমাদের শরীরে দয়া আছে। দয়া অতি প্রধান গুণ। যাহার শরীরে দয়া নাই সে পশুর সমান।

দয়ালু হইলেই দাতা হয়। দয়ালু ব্যক্তি স্বধনদান দ্বারা দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতির দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হন। দান যদিও অতি সৎকর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে বিবেচনা পূর্ব্বক চলা উচিত। যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে আপন ক্লেশনিবারণে সমর্থ, কিন্তু অনায়াসে অন্যের আনুকূল্য পায় বলিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, প্রাণান্তেও পরিশ্রম করিতে চাহে না; অথবা যে ব্যক্তি অন্যের দত্ত অর্থ লইয়া অসৎকর্ম্মে নিযোজিত করে, তাহাকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমরা যে ব্যক্তিকে যাহা দান করিব, তদ্দ্বারা তাহার বাস্তবিক ক্লেশনিবারণ ও যথার্থ উপকার হইবেক ইহা বুঝিয়াই দান করা উচিত। আর ইহাও বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, যাহা দান করিব তাহা অনায়াসে বাঁচাইতে পারা যায়। যদি ঋণ থাকে, অগ্রে তাহা পরিশোধ না [illegible]িয়া দান করা অতি অন্যায় কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঋণ [illegible]শোধ না করিয়া অথবা ঋণ করিয়া দান করে, তাহার

স্বধন দান করা হয় না। এরূপ ব্যক্তিকে দাতা না বলিয়া পরস্বাপহারী দস্যু বলা উচিত।

জন্ হৌআর্ড্।

ইংলণ্ড্দেশীয় জন্ হৌআর্ড্ ধনবান্ ও পরম দয়ালু ছিলেন। তিনি মানব জাতির দুঃখ মোচনার্থে যে অশেষ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি যুবা বয়সে জলপথে পোর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বঁ নগর যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ফরাসিরা তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া ব্রেস্ত্ নগরের এক অতি ক্লেশদায়ক কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখে। তথায় তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরদিগকে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া অতি কষ্টে কতিপয় রজনী অতিবাহন করিতে হইয়াছিল।

তিনি কারারুদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে যে অসহ্য ক্লেশ পাইতে দেখিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকেও যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তৎসমুদায় তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল। তদনুসারে তিনি কারাগারের দুঃখ দূর করণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইউরোপের যে রাজ্যে যত কারাগার ছিল, স্বয়ং তত্তৎ-স্থানে গমনপূর্ব্বক সেই সেই কারাগারের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি যত্ন ও উদ্যোগ করিয়া দুর্ব্বিষহ কারাবাসক্লেশের অনেক অংশে নিবারণ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার

কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়, ও কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ব্যাপার উপলক্ষে তিনি একবিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যটন করেন। পরের ক্লেশ নিবারণার্থে এত দূর পর্য্যন্ত করা সামান্য দয়ার কর্ম্ম নহে।

যৎকালে হৌআর্ড্ কার্ডিংটন্ নামক স্থানে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি সাধ্যানুসারে তত্রত্য সমস্ত লোকের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া কতকগুলি দীন, দরিদ্র, অনাথ ব্যক্তিকে বাস করিতে দেন, এবং তাহারা যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বব্যয়ে স্থানে স্থানে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া দেন। স্বয়ং পরিমিত ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া প্রায় সমুদায় আয় দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে দান করিতেন, কাহারও পীড়া শুনিলে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইতেন, এবং কায়িক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় দ্বারা তাহাকে রোগমুক্ত ও সুস্থ করিতে চেষ্টা পাইতেন।

হৌআর্ড্ লোকের ক্লেশ ও বিপদ্ শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এক স্ত্রীলোক অতি বিষম সংক্রামক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে হৌআর্ড্‌কে অনাথের নাথ জানিয়া তাঁহার নিকট আপন পীড়ার সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত

ব্যক্তির সংস্পর্শে ও সহবাসে ঐ রোগ জন্মিবার ও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু এই দয়াসাগর মহাপুরুষ, তাহা একবারও মনে না করিয়া, তাহার রোগশান্তির উপায় করিবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ তাহার আলয়ে গমন করিলেন, এবং অবিলম্বে সেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন।

সর্ ফিলিপ্ সিড্নি।

এই ব্যক্তি অতি সাহসী যোদ্ধা, কবি, এবং স্বসমকালীন সকল লোক অপেক্ষা সভ্য ছিলেন। তিনি এক যুদ্ধে আহত হইয়া শিবিরে নীত হইলেন। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিমাত্রেরই অত্যন্ত পিপাসা হয়; কিন্তু তাদৃশ সময়ে অনায়াসে জল পাওয়া যায় না। সর্ ফিলিপের পিপাসাশান্তির নিমিত্ত অত্যল্প মাত্র জল আনীত হইল। ঐ সময়ে এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষও আহত হইয়া শিবিরে আনীত হয়। সে ব্যক্তিও পিপাসায় অতিশয় আকুল হইয়াছিল। সর্ ফিলিপ্ জল পান করিবার উদ্যম করিতেছেন, এমন সময়ে সেই সৈনিক পুরুষ সতৃষ্ণ নয়নে ফিলিপের হস্তস্থিত বারিপাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাত্মা সিড্নি স্বয়ং সেই জল পানে বিরত হইলেন, এবং আমার অপেক্ষা তোমার তৃষ্ণা অধিক এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বারিপাত্র পানার্থে সেই সৈনিক পুরুষের হস্তে দিলেন।

সর্ ফিলিপ্ সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স্ তেত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয় তিনি এমন কোন বিশেষ কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যে মুমূর্ষু সৈনিক পুরুষের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় হইয়া আসিতেছেন; এবং অনুমান হয়, যাবৎ ভূমণ্ডলে সৎ কর্ম্মের আদর ও গৌরব থাকিবেক, তাবৎ কেহ কখন তাঁহার নাম বিস্মৃত হইবেন না।

তাইতস্।

রোম্ রাজ্যের সম্রাট্ তাইতস্ অতিশয় দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। প্রজাদিগের উপকার বিধান ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোন গুরুতর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এক দিন সায়ংকালে তাঁহার মনে হইল সে দিবস কাহারও কোন উপকার করা হয় নাই। তখন তিনি পারিষদদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি এক দিবস বৃথা নষ্ট করিয়াছি।

ক্রোধসংবরণ—ক্ষমা।

আমাদিগের মনের স্বাভাবিক গতি এই যে, কোন অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইলে বিরক্ত ও কুপিত হই,

আর কোন সন্তোষের কারণ উপস্থিত হইলে প্রীত ও প্রফুল্ল হই। যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পথে চলিতে অথবা কোন সৎকর্ম্ম করিতে দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রীত ও প্রফুল্ল হয়; কিন্তু তদ্বিপরীত দর্শন করিলে অসন্তোষ ও ক্রোধ জন্মে।

ক্রোধের বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। ক্রোধ অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের এক প্রধান উপায়। আমরা যে সকল ব্যক্তিকে পূজ্য ও আদরণীয় জ্ঞান করি, তাঁহাদিগের প্রতি কাহাকেও অত্যাচার ও অনাদর করিতে দেখিলেও যদি আমাদের অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় না হইত, তাহা হইলে আমরা অতি অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতাম।

যদিও সময় বিশেষে ক্রোধ করা দূষ্য নহে বটে, কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া হঠাৎ কোন অবিবেচনার কর্ম্ম করা ও বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। ক্রোধের হেতু অতীত হইলেই ক্রোধকে অন্তঃকরণ হইতে দূরীকৃত করা উচিত। ক্রোধ জন্মিলে ক্রোধ পুষিয়া রাখা অতি অসৎ কর্ম্ম।

যাহার যেরূপ স্বভাব, ক্রোধ হইলে সে তদনুরূপ কর্ম্ম করে। অসভ্য ইতর লোক ক্রুদ্ধ হইলে, তর্জ্জন, গর্জ্জন, কটু বাক্য প্রয়োগ, ও প্রহার করে। ভদ্র লোকেরা সেরূপ না করিয়া ভৎর্সনা করেন। ক্রোধ-প্রকাশের এই উভয়প্রকার রীতিই গর্হিত। তর্জ্জন,

গর্জ্জন, কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, ও ভর্ৎসনাতে লাভ কিছুই নাই; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইয়া উঠে। অতএব যাহাতে কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া বরং অপরাধ-কারীর দোষসংশোধন হইতে পারে, অবিচলিত চিত্তে ও সারবৎ বাক্যে সেই রূপে আপন মনের ভাব প্রকাশ করাই ক্রোধ প্রকাশের যথার্থ পথ।

যদি সুখী হইতে অভিলাষ থাকে, ক্রোধবশ ও বৈরসাধনে তৎপর না হইয়া, ধীর ও ক্ষমাবান্ হওয়া আবশ্যক। সংসার যেরূপ স্থান, তাহাতে প্রায় প্রতি-দিনই আমাদিগের নানা অপ্রিয় বিষয় ঘটিতে পারে। যদি আমরা সেই প্রত্যেক বিষয়েই বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হই, তাহা হইলে আমরা নিজে বাস্তবিক অত্যন্ত অসুখী হইব, এবং অন্যান্য লোকেরও অসুখের কারণ হইয়া উঠিব।

ক্ষমা অতি প্রধান গুণ। যাহার ক্ষমাগুণ আছে সে অতি সৎস্বভাব, সন্দেহ নাই। সকল লোকেরই অপরাধী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা অত্যন্ত আবশ্যক। ক্ষমা প্রদর্শন করিলে অরিও মিত্র হইয়া উঠে। আমাদিগকে ক্ষমাশীল দেখিলে অন্যান্য লোকে-রাও ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিবেক, এবং তাহা হইলেই ভূমণ্ডলে দয়া ও শান্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবে।

সক্রেতিস্।

গ্রীস্‌দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেতিসের স্বভা-

বিক অত্যন্ত ক্রোধ ছিল: কিন্তু তিনি অভ্যাস ও যত্ন দ্বারা ক্রোধকে এক বারেই বশীভূত করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি আপন বান্ধবদিগকে কহিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার ক্রোধের উপক্রম দেখিলেই তোমরা আমাকে কহিবে। ক্রোধের সময় তাহারা ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধের সংবরণ করিতেন। এক বার তিনি কোন ভৃত্যের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, যদি আমার রাগ না হইত, তাহা হইলে তোমাকে প্রহার করিতাম। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহার কর্ণমূলে মুষ্টি প্রহার করাতে, তিনি হাস্য মুখে এইমাত্র কহিয়া ক্ষান্ত রহিলেন, কোন্ সময়ে যুদ্ধসজ্জা করিতে হয় তাহা না জানা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এক দিবস সক্রেতিস্ পথিমধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি অবশ্যকর্ত্তব্য প্রতিনমস্কার সম্ভাষণ প্রভৃতি কিছুই করিল না। তদ্দর্শনে তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে কহিল, এ ব্যক্তির অসভ্যতা দেখিয়া আমাদিগের এমন ক্রোধ জন্মিয়াছে যে, উহাকে ইহার প্রতিফল দিতে বিলক্ষণ ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সক্রেতিস্ অতি প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, যদি তোমাদের অপেক্ষা কাহারও শরীর অপকৃষ্ট দেখিতে পাও, তাহা হইলে কি সেই কারণে তাহার উপর রাগ করিবে? যদি তাহা না কর, তবে তোমাদের অপেক্ষা যাহার মন অপকৃষ্ট, তাহাকে

দেখিয়া রাগ করিবার কি বিশেষ হেতু উপস্থিত হইতে পারে?

সক্রেতিসের আপন গৃহেতেই যে সমস্ত গুরুতর অসন্তোষজনক ব্যাপার উপস্থিত হইত, সেই সমুদায় তিনি যে অবিরক্তচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার বনিতা জ়ান্তিপের কন্দলানুরাগ, অকারণে ক্রোধাবেশ, ও উগ্রস্বভাবতা দ্বারা তাঁহার ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ বিলক্ষণ পরীক্ষিত হইয়াছিল। এই স্ত্রীর তুল্য ক্রোধপরবশ ও কদর্য্যস্বভাব আর দ্বিতীয়া নারী কখন কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। যত প্রকার কটূক্তি ও কুব্যবহার ঘটিতে পারে, তৎসমুদায় তিনি পতির প্রতি প্রয়োগ করিতেন। একদা তিনি পতির উপর এমন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, রাজপথে দাঁড়াইয়া তাঁহার সমস্ত গাত্রবস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার কয়েকটি বন্ধু কহিলেন, এরূপ আচরণ অসহ্য, অতএব এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করা উচিত। তাহাতে সক্রেতিস্ কহিলেন, হাঁ ইহা বাস্তবিক উত্তম আমোদ ও কৌতুক বটে। আমরা স্ত্রীপুরুষে লাঠালাঠি করি, তোমরাও আমাদিগের উত্তেজনা করিতে থাক; কেহ কহিবে বেস্ সক্রেতিস্, কেহ বলিবে বাহবা জ়ান্তিপে।

একদা জ়ান্তিপে ক্রোধভরে যত ইচ্ছা তিরস্কার

ও ভর্ৎসনা করাতে, সক্রেতিস্ একটিও কথা না কহিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইলেন। সক্রেতিসের এইরূপ উপেক্ষা দেখিয়া তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহের উপরি ভাগে গমন করিয়া তথা হইতে এক কলসী ময়লা জল স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। সক্রেতিস্ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া এইমাত্র কহিলেন, এত গর্জ্জনের পর বৃষ্টি হইবেক, সন্দেহ কি।

আবোরে।

জিনিয়া নগরে আবোরে নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন ক্রোধান্বিত হয়েন নাই। এক দাসী ত্রিশ বৎসর তাঁহার বাটীতে ছিল, সে এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এক দিনের নিমিত্তেও তাঁহাকে কুপিত হইতে দেখে নাই। আবোরেকে কোন মতে রাগাইতে পারা যায় কিনা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোকে পরামর্শ করিয়া ঐ দাসীকে কহিল, যদি তুমি কোন রূপে ইঁহাকে রাগাইতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে সম্মত হইল।

আবোরে উত্তম শয্যা না হইলে শয়ন করিতে পারিতেন না; সুতরাং শয্যা বিষয়ে অযত্ন করিলে তিনি অবশ্যই কুপিত হইবেন এই ভাবিয়া দাসী এক দিবস রীতিমত শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিল না। পর দিন

প্রভাতে আবোরে দাসীকে শয্যার বিষয় জ্ঞাত করিলেন। সে কহিল আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পরে সে দিবস সায়ংকালেও শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিল না। আবোরে পর দিন প্রভাতে পুনরায় দাসীকে এই বিষয় জানাইলে, সে কিঞ্চিৎ অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত করিয়া না রাখিবার অতি সামান্য হেতু প্রদর্শন করিল। অনন্তর তৃতীয় দিবসেও সে পুনর্ব্বার ঐ প্রকার করাতে আবোরে তাহাকে বলিলেন, তুমি অদ্যাপি আমার শয্যা প্রস্তুত করিলে না, বোধ করি, শয্যা প্রস্তুত করিতে তোমার অতিশয় ক্লেশ হয় এই জন্য পার না; যাহা হউক, অতঃপর আর উহা প্রতিদিন প্রস্তুত করিবার আবশ্যক নাই; আমি এই রূপ শয্যায় শয়ন করিতেই অভ্যাস করিতেছি। দাসী শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, তাঁহাকে রাগান অসম্ভব বুঝিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

সহিষ্ণুতার উত্তম দৃষ্টান্ত।

একদা চীন দেশের সম্রাট্ ভ্রমণ করিতে করিতে এক গৃহস্থের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গৃহস্থ আপন কলত্র, কতকগুলি পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, ও দাস দাসী লইয়া একত্র নির্ব্বিবাদে কালযাপন করিতেছেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উপায়ে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লোক একত্র

শান্ত রাখিয়াছ। গৃহস্থ বাচনিক কোন উত্তর না দিয়া কেবল এই তিনটি কথা লিখিয়া সম্রাটের সম্মুখে ধরিলেন, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা।

সুশীলতা।

কর্কশ, গর্ব্বিত, ও উদ্ধত হওয়া অপেক্ষা সুশীল ও শিষ্ট হইলে অনেক স্থলেই আদরণীয় ও অভিলষিত অর্থ সাধনে কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই যে, বল প্রকাশ অথবা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কাহাকেও কোন কর্ম্ম করাইতে চেষ্টা করিলে, সে নিঃসন্দেহ তাহাতে একান্ত অসম্মত হয় এবং আপনাকে অপমানিত বোধ করে; সুতরাং তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে কোন ক্রমেই তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না। আর যদি অগত্যা সম্মত হইতে হয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইবেক, সন্দেহ নাই, এবং সে ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম এমন অসুন্দর রূপে করিবেক যে, তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিরক্তই হইতে হইবেক। কিন্তু যদি আমরা সুশীলতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কাহাকেও কোন কার্য্যে নিযোজিত করি, তাহা হইলে সে প্রসন্ন মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেক, সন্দেহ নাই।

আল্‌ফন্সো।

ইদানীন্তন কালে আল্‌ফন্সো এক অতি ভাগ্যবান্

রাজা ছিলেন। নম্র প্রকৃতি ও দয়ালু স্বভাবই তাঁহার উন্নতির প্রধান কারণ। যখন তিনি কেবল আরাগঁ দেশের রাজা ছিলেন, তখন প্রজাদিগের অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; লোক জন সঙ্গে না লইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে একাকী সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! এরূপ অসহায় হইয়া ভ্রমণ করিলে বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, পুত্রের নিকট পিতার কোন ভয়ের বিষয় নাই। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার নিশ্চয় ছিল আমি প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করি, তাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে কেন?

একদা এক খানি জাহাজ কতকগুলি লোক ও সৈন্য সহিত জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, তিনি এক ক্ষুদ্র পোতে আরোহণ পূর্ব্বক ইহা কহিয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে গমন করিলেন যে, আমি সম্মুখে থাকিয়া উহাদিগের বিপদ্ দেখিতে পারিব না, বরং উহাদিগের সহিত প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আপন অপকারীদিগকে ক্ষমা করিতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার আশয়ে চক্রান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম ও অভিপ্রায় সংবলিত এক খানি পত্র তাঁহার হস্তে পতিত হওয়াতে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া

ফেলিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, সজ্জনেরা ন্যায়পরতা ও দুর্জ্জনেরা দয়াপ্রকাশ দ্বারা বশীভূত হয়।

নেপল্‌স্‌ ও সিসিলির পূর্ব্বস্বামী, আল্‌ফন্সোকে আপন রাজ্যাধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই উক্ত উভয় রাজ্যের যথার্থ অধিকারী; তথাপি তাঁহাকে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে তাঁহার দয়া তাঁহার বল বিক্রম অপেক্ষা অধিক ফলোপধারক হইয়াছিল। কেবল একটি দয়ার কার্য্য দ্বারা তিনি উৎকৃষ্ট গাএতা নগর অধিকার করেন। প্রথমতঃ বিপক্ষেরা তাঁহাকে ঐ নগর সমর্পণ করে নাই; অনন্তর আহার সামগ্রীর অল্পতা প্রযুক্ত ইচ্ছামত ভোজনাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল। আহারীয় সামগ্রী অধিক দিন থাকিবেক এই আশয়ে সৈন্যেরা নগর হইতে যাবতীয় স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

ইচ্ছা হইলেই আল্‌ফন্সো ঐ সমস্ত স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, নগরে প্রবেশ করাইতে পারিতেন; তাহা হইলে অতি ত্বরায় বিপক্ষদিগকে নগর সমর্পণ করিতে হইত। তাঁহার সেনাপতিরাও এতদ্বিষয়ে অনেক উপরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা যে পুরবাসীদিগের কি দুরবস্থা ঘটিবেক তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় দয়াতে আর্দ্র হইল। তিনি কহিলেন, এক শত গাএতা নগর লাভ অপেক্ষা এত লোকের প্রাণরক্ষা আমি অধিক লাভ বোধ করি। অনন্তর তিনি সেই সমস্ত

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ দিগকে, আপন শিবিরের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে দিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া প্রথমতঃ সকলেই তাঁহাকে উন্মত্ত স্থির করিয়াছিল; কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই বুঝিতে পারিল, উহাতে কেবল দয়া প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট বিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু পুরবাসীরা তাঁহার তাদৃশ দয়ালুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিল।

১৪৪২ খ্রীঃ অব্দে আল্‌ফন্সো নির্ব্বিবাদে নেপল্‌সে আপন আধিপত্য স্থাপিত করিলেন। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর কাল, তিনি ইতালির মধ্যে এক জন অতি প্রধান ও পরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সপুরাবৃত্তে ইনি মহাত্মা আল্‌ফন্সো বলিয়া বিখ্যাত।

পরদ্রব্যবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

পরিশ্রম করিয়া যে যাহা লাভ করে, অথবা অন্যের নিকট যাহা পায়, তাহা তাহারই বস্তু, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। যদি অন্য ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অথবা ছল করিয়া কিংবা অজ্ঞাতসারে সেই বস্তু গ্রহণ করে, তাহা হইলে চৌর্য্যবৃত্তি করা হয়। বালকেরা, পিতা মাতার নিকট, পড়িবার নিমিত্ত পুস্তক পায়, লিখিবার নিমিত্ত

কাগজ কলম পায়, এবং কোন কোন বিশেষ ব্যয় করিবার নিমিত্ত কখন কখন টাকা পয়সাও পায়। এই রূপে যে বালক যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহারই। যদি কোন দুষ্ট বালক সেই বালকের অনভিমতে তাহার পুস্তক, কাগজ, কলম, টাকা অথবা পয়সা, গ্রহণ করে, তাহা হইলে চুরী করা হয়। সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া ন্যায় পথে ধন উপার্জ্জন করে, আর অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ঐ ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলেও চুরী করা হয়।

চুরী করা অতি অসৎ কর্ম্ম। দেখ, যে ব্যক্তি প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিল, সে আপন পরি-শ্রমের ধন ভোগ করিতে পাইল না; আর ঐ ধন উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত যাহাকে এক মুহূর্ত্তও পরি-শ্রম করিতে হয় নাই, সে অনায়াসে সেই সমস্ত হস্তগত করিয়া ভোগ করিতে লাগিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি ঘটিতে পারে? এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে এত নিষেধ করিয়াছেন, এবং এই নিমিত্তই চোরেরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

কেহ কখন পরের দ্রব্য অপহরণ করিবেক না, ব্যক্তি মাত্রেরই এই নিয়ম প্রতিপালন করা অতি আবশ্যক। যদি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয়, অর্থাৎ সকলেই ইচ্ছামতে পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে পরিশ্রমে [illegible] বারেই রহিত হইয়া যায়। যেহেতু

ব্যক্তিমাত্রেই এই আশয়ে পরিশ্রম করিয়া ধন উপার্জ্জন করে যে, তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রমলব্ধ ধনের অধিকারী থাকিবেক, অকণ্টকে তাহা ভোগ করিবেক, এবং কোন বিপদ্ অথবা কোন বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হইতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা অন্যায় রূপে আপন পরিশ্রমের ধনে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে আর কি নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবেক, এবং অন্যান্য লোকই বা দেখিয়া শুনিয়া আর কি নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইবেক?

কিন্তু অতঃপর যদি কেহ আর পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে সংসার অল্প কালের মধ্যেই নিঃসন্দেহ অতি অসুখের স্থান হইয়া উঠিবেক। সকলেই পরিশ্রমে বিমুখ হইলে, কেহ বা কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক, কেহ বা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেক, কেহ বা বস্ত্র বয়ন করিবেক? ফলতঃ এরূপ হইলে অশন, বসন, বাসগৃহ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অভাব ও তন্নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া উঠিবেক। অতএব প্রাণান্তেও পরের দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নহে। এ বিষয়ে এমন সাবধান হওয়া উচিত যে, একটি পরকীয় তৃণও স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে যেন গ্রহণ করা না হয়।

অনেকানেক বালকের এরূপ স্বভাব আছে যে, পরের দ্রব্য দেখিলেই তাহা লইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হয়। অনেকে সুযোগ পাইলে চুরীও করিয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ দুশ্চরিত্র বালকের ইহা বিবেচনা

করা উচিত যে, অন্য বালক অথবা বালিকা তাহার কোন বস্তু চুরী করিলে সে কি মনে করিবেক। সে কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেক, ও চোর বালককে সুশীল ও সচ্চরিত্র বলিবেক? কখনই না। সে অবশ্যই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবেক, অত্যন্ত ক্ষতি বোধ করিবেক, এবং চোরকে অতি দুশ্চরিত্র ও অধম বলিবেক। তদ্রূপ, সে যাহার কোন দ্রব্য অপহরণ করিবেক, সে ব্যক্তিও যে সেইরূপ দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবেক এবং তাহাকে চোর বলিয়া ঘৃণা করিবেক, সন্দেহ কি।

বাস্তবিক, চোর হওয়া অথবা চুরী করিতে ইচ্ছা করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। দেখ, ধরা পড়িলে চোরের কত নিগ্রহ। কখন কখন চোরকে দীর্ঘ কাল অথবা যাবজ্জীবন কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হয়। কারাগারে ক্লেশের পরিসীমা নাই। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন, কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আহারের ক্লেশ, শয়নের ক্লেশ, মনের ক্লেশ। চোর, যৎকালে চুরী করিতে যায়, মনে করে কখনই ধরা পড়িব না; কিন্তু কেমন ধর্ম্মের কর্ম্ম, প্রায় কোন চোরই ধরা না পড়িয়া এড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহাকে ধরিবার এত উপায় ও পথ হয় যে, সে সকল তাহার স্বপ্নের অগোচর। ধরা পড়িলে চোরকে কত লাঞ্ছনা ও কত শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

যাহার ন্যায় অন্যায় বোধ না থাকে, সেই চোর হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়পথে চলে, তাহাকে ন্যায়পরায়ণ

কহে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পরদ্রব্য হরণ করা অন্যায় বলিয়া বোধ থাকে, এই নিমিত্ত প্রাণান্তেও পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপ প্রবৃত্তি না করাকেই পরদ্রব্যবিষয়িণী ন্যায়পরতা কহে।

ন্যায়পরায়ণ দ্বারবান্।

যে বস্তুতে যাহার অধিকার আছে, অধিকারী স্বেচ্ছাক্রমে স্বত্ব ত্যাগ না করিলে সে বস্তু তাহারই থাকে। অতএব যদি কেহ কোন বস্তু হারাইয়া ফেলে আর ঐ দ্রব্য আমাদিগের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বস্বামী উপস্থিত হইলেই তাহাকে উহা ফিরিয়া দেওয়া উচিত।

মিলান্ নগরে কোন বাটীর দ্বারবান্ ঘটনাক্রমে দ্বারদেশে বহুসংখ্যকমুদ্রাপূর্ণ একটি থলি পাইয়াছিল; কিন্তু তাহা আত্মসাৎ করা মনেও না করিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয় ঘোষণা করিয়া দিল। ধনস্বামী সংবাদ পাইবামাত্র দ্বারবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে ঐ ধনের অধিকারী প্রমাণ করিয়া স্বধন প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বারবানের এই অসাধারণ সাধুতা দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থে তিনি তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দ্বারবান্ কহিল, আমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম-

মাত্র করিয়াছি, পারিতোষিক কি নিমিত্তে লইব? ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি এই জিদ্ করিতে লাগিলেন যে, তোমাকে অন্ততঃ বারটি টাকা লইতে হইবেক। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া পারিতোষিক লওয়া অবিধেয় এই বিবেচনায় দ্বারবান্ তাহাও লইতে অস্বীকার করাতে, তিনি সমস্ত মুদ্রা ভূতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যদি তুমি কিছুই না লও আমিও লইব না, ইহা আমার ধন নহে। ধার্ম্মিক দ্বারবান্ ধনস্বামীর সন্তোষার্থে অগত্যা বারটি টাকা লইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই টাকা দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে বিতরণ করিল।

মোজেস রথ্শচাইলড্।

জর্ম্মনির রাজধানী ফ্রাঙ্কফোর্ট্ নগরে মোজেস্ রথ্শচাইল্ড্ নামক এক য়াহুদীয় বণিক্ ছিলেন। তিনি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ফরাসি সৈন্য জর্ম্মনি আক্রমণ করিলে, হেসিকাসেলের রাজা আপন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফ্রাঙ্ক্ফোর্তের মধ্য দিয়া প্রস্থান সময়ে, পাছে সমস্ত সম্পত্তি শত্রুহস্তে পতিত হয় এই ভয়ে তিনি রথ্শচাইল্ডের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, আমার বহুসংখ্যক টাকা ও কতকগুলি মহামূল্য রত্ন আছে, তোমাকে সেই সমুদায় রাখিতে হইবেক। রথ্শচাইল্ড্ ঈদৃশ গুরুতর ভার গ্রহণে প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন। কিন্তু রাজাকে নিতান্ত

ব্যাকুল দেখিয়া পরিশেষে সেই ভার গ্রহণে সম্মত হইয়া কহিলেন, আমি আপনকার সম্পত্তি রাখিতেছি, কিন্তু রীতিমত রসিদ দিতে পারিব না। বিবেচনা করুন, যেরূপ সময় উপস্থিত, তাহাতে আমি এই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া মহারাজকে প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া লিখিয়া দিতে পারি না। রাজা তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ফরাসি সৈন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট্ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র রথ্শ্চাইল্ড্ সত্বর হইয়া আপন উদ্যানের এক কোণে সেই অপরিমিত রাজসম্পত্তি পুতিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আপন সম্পত্তি গোপন করিলেন না। তাঁহার ষাটি হাজার টাকার বিষয় ছিল। ফরাসিরা আসিয়া তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল, তাঁহার নিকট আর অধিক সম্পত্তি আছে বলিয়া সন্দেহ করিল না। কিন্তু যদি তিনি আপন সম্পত্তিও লুকাইয়া কিছুই নাই বলিয়া ভান করিতেন, তাহা হইলে সৈন্যেরা নিঃসন্দেহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিত, এবং হয় ত তাঁহার ও রাজার উভয়েরই সম্পত্তি লইয়া যাইত। সৈন্যেরা নগর হইতে বহির্গত হইলে পর, রথ্শ্চাইল্ড্ রাজার ধন বহিষ্কৃত করিয়া তাহার কিয়দংশ লইয়া আপন কার্য্যে নিযোজিত করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিষয় কর্ম্মের সুপ্রতুল হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসরের পর সন্ধি স্থাপন হইলে, হেসি-কাসেলের রাজা আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রথ্‌শ্চাইল্‌ড়ের নিকট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার কথা উত্থাপন করিতে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, যদিও ফরাসিরা আমার সম্পত্তি লুণ্ঠন না করিয়া থাকে, তথাপি তিনি বলিতে পারেন তাহা লইয়া গিযাছে, এবং এই রূপে স্বয়ং আমার সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারেন। বাস্তবিক রথ্‌শ্চাইল্‌ড়ের ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষা অর্থলোভ প্রবল হইলে তিনি কখনই লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন রথ্‌শ্চাইল্‌ড্‌ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনকার সমুদায় সম্পত্তি আমার নিকট নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছে, এক্ষণে সমুদায় টাকা শতকরা পাঁচ টাকা সুদ সমেত ফিরিয়া লউন, তখন তিনি এক বারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রথশ্চাইল্‌ড্‌ যে রূপে রাজার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, আপনকার ধন বাঁচাইতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল, তন্নিমিত্তেই ঋণস্বরূপ মহারাজের ধন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আপন কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছিলাম, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

রথ্‌শ্চাইল্‌ড়ের এই অসামান্য সরলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দর্শনে রাজা এমন মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি আপন সমুদায় সম্পত্তি অতি অল্প সুদে ঐ ধার্ম্মিক বণিকের নিকট রাখিয়া দিলেন, এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বহু-

সংখ্যক ইউরোপীয় রাজার নিকট তাঁহাকে উত্তমর্ণ বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। আবশ্যক সময়ে সকল রাজাই তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে রথ্‌শ্চাইল্‌ড্‌ অধিক টাকা সুদে খাটাইয়া বিস্তর লাভ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তিনি অপরিমিত ধনসঞ্চয় করিলেন, এবং তাঁহার তিন পুত্রকে লণ্ডন্‌, পারিস্‌, ও ব্রিএঁ, ইউরোপের এই তিন প্রধান রাজধানীতে ঐ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা তিন জনেই এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন যে, ভূমণ্ডলে আর কেহ কখন সেরূপ হয় নাই। যিনি লণ্ডনে ছিলেন তিনি মৃত্যু কালে সাত কোটি টাকার বিষয় রাখিয়া যান, অন্য দুই জনের সম্পত্তিও, বোধ হয়, তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল মোজেস্‌ রথ্‌শ্চাইল্‌ডের অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতা।

পরকীয়খ্যাতিবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

ধন, গৃহ, ভূমি প্রভৃতি সম্পত্তি ভিন্ন আর আর নানা প্রকার বস্তু আছে। লোকে ঐ সকল বস্তুকেও মহামূল্য জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং তাহা নষ্ট হইলে বিলক্ষণ ক্ষতি ও অপকার বোধ করে। তন্মধ্যে সুখ্যাতি এক পরম ধন। কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া অপর সাধারণের যে প্রতীতি জন্মে তাহাকে সুখ্যাতি কহে। যখন কোন

ব্যক্তি সুজন ও সাধু বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, তখন সকলেই তাঁহাকে সমাদর করে, তিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র হয়েন, সকলেই তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, এবং সকলেই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর কথা কহে। ফলতঃ সুখ্যাতি দ্বারাই নানা প্রকারে লোকের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সজ্জন মাত্রেরই সুখ্যাতি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। সুখ্যাতিতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি তাঁহারা সুখ্যাতি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গুণের কতক পুরস্কার হয়। সুখ্যাতি লাভ হইলে তাঁহাদের আপন সাধুতা রক্ষণে বিলক্ষণ উৎসাহ জন্মে। কিন্তু যদি আমরা এতাদৃশ ব্যক্তিদিগের সুখ্যাতি না করি, অথবা বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকেই তাঁহাদের সুখ্যাতি লোপ করি, তাহা হইলে যথেষ্ট অপকার করা হয়। সাধুতার পুরস্কার নাই ভাবিয়া সাধু হইতে তাঁহাদের আর তাদৃশ উৎসাহ না থাকিতে পারে; এবং ইহাও সম্ভব, অন্যান্য লোকেরা সাধুতার এরূপ অনাদর দর্শনে ভগ্নোৎসাহ হইয়া সাধু হইতে যত্নবান্ না হইতে পারে। অতএব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, যাহার যেমন গুণ তাহার তদনুরূপ সুখ্যাতিপ্রাপ্তি অত্যন্ত আবশ্যক।

দুরাত্মারা দুই প্রকারে অন্যের সুখ্যাতি বিলোপ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম এই;—যে সকল কর্ম্ম অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রথিত, তাহা তাঁহার উপর আরোপ করে; যথা, অমুক এই কুকর্ম্ম করিয়াছে,

অথবা অমুক এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না। ইহাকে অপবাদ দেওয়া কহে। অন্য এক প্রকার এই ;—তাহারা তাঁহার গুণসমূহে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, অথবা তিনি বাস্তবিক যে সৎকর্ম্ম করেন তাহা অসদভিপ্রায়মূলক বলিয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। ইহাকে অসূয়া কহে। এই রূপে, অপবাদ দিয়া, অথবা অসূয়া দ্বারা, কোন ব্যক্তির সুখ্যাতি লোপ করা, তাঁহার সম্পত্তি হরণ করার তুল্য গর্হিত, সন্দেহ নাই।

অতএব কাহারও বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে সাবধান হইয়া কথা কহা উচিত। কারণ, যদি আমরা এক বার কাহারও দুর্নাম রটাইয়া দিই, তাহা হইলে আর তাহা ক্ষালন করা দুঃসাধ্য। যে বাক্য এক বার মুখ হইতে নির্গত করা যায়, তাহা আর প্রত্যাহরণ করিবার পথ থাকে না। এক ব্যক্তি শুনিয়া আর এক ব্যক্তিকে কহে, সে ব্যক্তিও অন্য ব্যক্তিকে কহে। এই রূপে ঐ বাক্য ক্রমে ক্রমে যেমন প্রচারিত হয়, সেই সমভিব্যাহারে নানা অলঙ্কারেও অলঙ্কৃত হইতে থাকে। পরিশেষে উহা প্রথমোদিত বাক্যের অভিপ্রায় অপেক্ষা অনেক অংশে বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। এই রূপে এক ব্যক্তি অপবাদগ্রস্ত হয়, কিন্তু কি কারণে এরূপ অপবাদ হইল, সে তাহা কখনই জানিতে পারে না।

যিনি মানবজাতির সুখ্যাতি বিলোপ করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে অভিলাষ

করেন, অপবাদসূচক বাক্য প্রয়োগ করা, এবং তদ্বিষয়ক যে সকল বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হয় তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট উত্থাপন করা, তাঁহার কোন ক্রমেই উচিত নহে। এইরূপ বোধ থাকাকেই পরকীয়-খ্যাতিবিষয়িণী ন্যায়পরতা কহে।

মিথ্যাপবাদে সক্রেতিসের প্রাণদণ্ড।

জিনোফন্ নামে গ্রীস্‌দেশীয় এক পণ্ডিত কহিযাছেন, সক্রেতিস্ এমন ধার্ম্মিক ছিলেন যে, দেবতাদিগের সম্মতি না বুঝিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; এমন ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন যে, কখন কাহারও অণুমাত্রও অপকার করেন নাই, বরং অনেকেরই মহোপকার করিয়াছিলেন; এবং এমন বিজ্ঞ ছিলেন যে, অতি দুরূহ বিষয় উপস্থিত হইলেও অন্যদীয়-পরামর্শনিরপেক্ষ হইযা স্বয়ংই তদ্বিষয়ের উপায়চিন্তন ও কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিতেন। তিনি ধর্ম্মের অতিশয় গৌরব করিতেন এবং ভোগসুখে কিঞ্চিম্মাত্রও আসক্ত ছিলেন না। যাহাতে মানবজাতি ন্যায়পথে চলে ও সুখী হইতে পারে এই চেষ্টাতেই তিনি জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অসাধারণ-গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি মিথ্যাপবাদের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

আথিনে নগরে কতকগুলি পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন না, সুতরাং অন্যকে

তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবারও তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল না। আপনাদিগের ক্ষমতা প্রদর্শন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সকল ব্যক্তি আপাততঃ মনোরঞ্জনকারী বাক্যবিন্যাস দ্বারা বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সক্রেতিস্ ঐ সকল পণ্ডিতদিগের ভ্রম প্রদর্শন বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না, এবং যাহাতে বালকেরা তাঁহাদের উপদেশবশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমকূপে পতিত না হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্ত ঐ সকল পণ্ডিতেরা সক্রেতিসের অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন। তদ্ভিন্ন আর আর অনেক লোকও তাঁহার অতিশয় দ্বেষ করিত; তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল লোকের উপার্জ্জনের প্রধান উপায় স্বরূপ কতকগুলি কুনীতি প্রচলিত ছিল, সক্রেতিস্ ঐ সমস্ত কুনীতি রহিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন।

সক্রেতিসের বিপক্ষেরা মিথ্যাপবাদ দিয়া তাঁহাকে উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিল। আথিনেয়েরা আমাদের মত নানা দেব দেবীর পূজা ও উপাসনা করিত। কিন্তু সক্রেতিস্ অদ্বিতীয় জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর মাত্র মানিতেন, তথাপি আপন মত গোপনে রাখিয়া স্বদেশের ঐ চিরসেবিত ব্যবহারে কিছু কিছু আস্থা প্রদর্শন করিতেন। সক্রেতিস্ দেবতা মানেন না ও তাঁহাদিগকে ভক্তি করেন না, অজ্ঞান লোকদিগের মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিতে পারিলে

তাহারা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইবেক, ইহা তাঁহার বিপক্ষেরা বুঝিতে পারিয়াছিল। অতএব তাহারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল যে, দেশের সমুদায় লোক যে সকল দেবতা মানে, সক্রেতিস্ তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করেন, এবং আপন মতানুযায়ী উপদেশ দ্বারা নগরের বালকদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছেন।

সক্রেতিস্ যদিও অতি বিশুদ্ধচরিত ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, তথাপি এইপ্রকার মিথ্যাপবাদ দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট অপকার জন্মিয়া উঠিল। আথিনেয়েরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত; এক্ষণে তাঁহাকে অধার্ম্মিক নিশ্চয় করিয়া সে ভক্তি পরিত্যাগ করিল, এবং এই ইচ্ছা করিতে লাগিল যে, ঐ অপরাধে তাঁহার দণ্ড হয়। এই রূপে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত হইলে, বিপক্ষেরা প্রাড়্বিবাকদিগের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিল। যদর্থে অভিযোগ হইল, তাহা যথার্থ হইলেও কোন ক্রমে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সক্রেতিস্ বিলক্ষণ রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিষয়ে প্রাড়্বিবাকদিগের এমন কুসংস্কার হইয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া বিষপান দ্বারা প্রাণত্যাগ রূপ দণ্ড বিধান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে সক্রেতিসের তুল্য যথার্থ জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক অতি অল্প জন্মিয়াছে। কিন্তু কি

আশ্চর্য্য! তাঁহাকেও এইরূপ অমূলক অপবাদ গ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

যখন কেহ অর্থলাভ অথবা অন্য কোন পুরস্কার-প্রত্যাশায় কাহারও কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে, নিয়োগকর্ত্তা মনে এই স্থির করেন, সে নিঃসন্দেহ সুচারু রূপে সেই কর্ম্ম সমাধা করিবেক। যদি নিযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্ রূপে স্বামিকার্য্য নির্ব্বাহ না করে, তাহা হইলে স্বামীকে প্রতারণা করা হয়, এবং এইরূপ কর্ম্ম করিয়া বেতন স্বরূপ অর্থ লওয়া চুরী করিয়া লওয়ার তুল্য। যদি কেহ, এই বেতনে দশ ঘণ্টা কর্ম্ম করিব বলিয়া, নয় ঘণ্টা মাত্র কর্ম্ম করে, আর এক ঘণ্টা আলস্য করিয়া কাটায়, কিন্তু নিয়োগকর্ত্তার নিকট সম্পূর্ণ দশ ঘণ্টার বেতন লয়, তাহা হইলে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ চুরী করা হয়।

যদি কেহ কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে, সেই কর্ম্ম ধর্ম্মতঃ ও যত্নপূর্ব্বক সুচারু রূপে সম্পন্ন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে সে সকল লোকের নিকট আদরণীয় হয়। যদি কালিক নিয়ম থাকে, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তও বৃথা ক্ষেপণ করা উচিত নহে।

যাহার প্রতি কোন কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করিবার ভার থাকে, তাহার, যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র, তাহাকেই নিযুক্ত করা উচিত। প্রাড়্-বিবাকদিগেরও সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য; ক্রোধ, লোভ, ভয়াদির বশীভূত হইয়া অন্যথা করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

যদি কোন আত্মীয় ব্যক্তি আমাদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, আমরা আপন জ্ঞানানু-সারে তাঁহার পক্ষে যাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বোধ করিব, তাহাই পরামর্শ দেওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। যদি কেহ, কোন ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়া, সে ব্যক্তি কেমন লোক ইহা জানিবার নিমিত্ত, আমাদের মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ মত দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তিকে আমরা ভদ্র লোক মনে করি না, পাছে সে শুনিলে অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ, তাহাকে ভদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা অতি অভদ্রের কর্ম্ম। এরূপ করিলে তাঁহাকে ঠকান হয়, এবং যে ব্যক্তি পরে তাঁহাকে বিলক্ষণ ঠকাইতে পারে এমন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করান হয়। অতএব এমন স্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে যথার্থ বলাই অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে এইরূপ ন্যায় অন্যায় বোধ থাকাকেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানবিষয়িণী ন্যায়-পরতা কহে।

জর্জ্ ৱাষিংটন্।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এক এক রাজার শাসনের অধীন; কিন্তু আমরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি দেশ সেরূপ নহে। ইঙ্গরেজী ভাষায় ঐ দেশের নাম ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্। অন্যান্য দেশের ন্যায় তথায় রাজা নাই। এক এক প্রদেশে এক এক সমাজ আছে। সেই সেই প্রদেশের লোকেরা কতকগুলি উপযুক্ত লোক বাছিয়া তাঁহাদিগের হস্তে দেশ শাসন, সন্ধি, বিগ্রহাদি সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করে। তাঁহারাই ঐ সমাজে একত্র হইয়া তত্তৎ প্রদেশের সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদ্ভিন্ন সমুদায় দেশের মধ্যে এক প্রধান সমাজ আছে, সেই সমাজের সামাজিকেরা সমুদায় প্রদেশের অধ্যক্ষ স্বরূপ। জর্জ্ ৱাষিংটন্ ঐ সমাজের অধিপতি ছিলেন।

এক ব্যক্তির সহিত ৱাষিংটনের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। ঐ বন্ধু সুশীল, সজ্জন ও সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু বিষয়কর্ম্মে তাঁহার তাদৃশ নৈপুণ্য ছিল না। ৱাষিংটনের হস্তে এক কর্ম্ম উপস্থিত হইল; সেই কর্ম্মে বিলক্ষণ লাভ ছিল। ঐ বন্ধু সেই কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায় আবেদন করেন। ৱাষিংটন্ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এই নিমিত্ত সকলে স্থির করিয়াছিল তিনিই নিঃসন্দেহ উপস্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। অন্য এক ব্যক্তিও ঐ কর্ম্মের

প্রার্থনায় আবেদন করেন। ইনি রাষিংটনের প্রতিপক্ষ ছিলেন, কিন্তু রাষিংটনের বন্ধু অপেক্ষা বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও সচ্চরিত্র। যাহা হউক, সকলেই বোধ করিয়াছিল এই ব্যক্তির কর্ম্ম পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি রাষিংটনের সঙ্কল্পিত অনেক বিষয় অন্যথা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে যে বিষয়ের অভিলাষী, রাষিংটনের পরম মিত্র তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু রাষিংটন্ অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং আপন প্রতিপক্ষকে মিত্র অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। রাষিংটনের এইরূপ ন্যায়পরতা দর্শনে সকল লোক চমৎকৃত হইল।

অনন্তর এক বন্ধু রাষিংটন্‌কে কহিলেন, আপনকার মিত্রকে কর্ম্ম না দেওযা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। রাষিংটন্ উত্তর করিলেন, আমি আমার মিত্রকে অতিশয় সমাদর ও স্নেহ কবিয়া থাকি। যত কাল বাঁচিব এইরূপ সমাদর ও স্নেহ করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধুতার অনুরোধে আমি অন্যায় করিতে পাবি না। তিনি নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত বটে, কিন্তু কর্ম্মের লোক নহেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার বিপক্ষ, কিন্তু কার্য্যদক্ষ। উপস্থিত বিষয় আমার নিজের বিষয় নহে; সুতরাং বন্ধুতানিবন্ধন দয়া বা অনুগ্রহ প্রকাশের স্থল নয়; নিজ বিষয়ে সাধ্যানুসারে বন্ধুর উপকার করিতে আমি কদাচ ত্রুটি করিব না।

প্রাড়্বিবাক গাস্কোআন্।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর চতুর্থ হেন্‌রির পুত্র যুবরাজ পঞ্চম হেন্‌রি সদসদ্বিবেচনাশূন্য ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও উদ্ধত ছিলেন। কতকগুলি লম্পট্ ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিল। ইহাদিগের মধ্যে এক জন কোন লোকের প্রতি অত্যাচার করাতে, সে প্রাড়্বিবাক গাস্কোআনের নিকট তাহার নামে অভিযোগ করে। যুবরাজ, সহচরের দণ্ড নিবারণ নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রাড়বিবাক অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, সুতরাং সে অপরাধী স্থির হওয়াতে তাহার যথাবিধি দণ্ড বিধান করিলেন। ইহাতে যুবরাজ এক বারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রাড়্-বিবাককে প্রহার করিলেন।

এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার কর্ম্ম বটে, কিন্তু এ উপলক্ষে যুবরাজের নামে অভিযোগ অথবা তাঁহার দণ্ডবিধান করিতে অনেকেরই সাহস হইত না। পরন্তু গাস্কোআন্, রাজা অথবা যুবরাজের ভয়ে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি প্রাড়্বিবাকীয় ক্ষমতানুসারে তৎ-ক্ষণাৎ অন্যায়কারী যুবরাজকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

এক্ষণে যুবরাজ আপন দোষ বুঝিতে পারিয়া প্রাড়্-বিবাকের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। যে-

হে র বিষয়ে পদের গৌরবনিবন্ধন অনুগ্রহ হওয়া উা হে ইহা তিনি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিতে.. এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ রাজা কিঞ্চিৎমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, কোন উপরোধ অনুরোধ না মানিয়া অথবা অন্য কোন কারণে শঙ্কিত না হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে যথার্থ বিচার করেন, এমন ন্যায়পরায়ণ প্রাড়বিবাক আমার রাজ্যে আছেন শুনিয়া আমি পরম সুখী হইলাম এবং আমার পুত্রও অনায়াসে এরূপ কঠিন দণ্ড স্বীকার করিয়া লইয়াছেন শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী হইলাম।



ঋণবিষয়িণী ন্যায়পরতা।

যদি কেহ তৎক্ষণাৎ বেতন না দিয়া কাহাকেও কোন কর্ম্ম করাইয়া লয়, অথবা তৎক্ষণাৎ মূল্য না দিয়া কাহারও কোন বস্তু ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ বেতন ও মূল্য সেই ব্যক্তির ঋণ স্বরূপ হয়; সুতরাং কর্ম্মকারয়িতা ও ক্রেতা অধমর্ণ এবং কর্ম্মকর্ত্তা ও বিক্রেতা উত্তমর্ণ স্বরূপ হয়।

বিষয়কর্ম্ম স্থলে কার্য্যসৌকর্য্যার্থ এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা কোন রূপেই চলে না। এতদ্ব্যতিরিক্ত সাংসারিক ব্যাপার

উপলক্ষেও কখন কখন পরস্পর ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান করিতে হয়। অধমর্ণ নির্দ্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না এই আশঙ্কা যদি না থাকে, এবং সেই ঋণপ্রয়োগ দ্বারা উভয় পক্ষেরই উপকার দর্শে, তাহা হইলে ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ করা উচিত ও ন্যায্য। কিন্তু কখনও ঋণ পরিশোধ করিবেক এমন কোন উপায় না থাকিতে ঋণ করা অত্যন্ত অন্যায়। তাহা হইলে এক ব্যক্তিকে তাহার আপন ধনে বঞ্চিত করা হয়। বস্তুতঃ এরূপ ঋণ গ্রহণ করা একপ্রকার দস্যুবৃত্তি।

অত্যন্ত আবশ্যক না হইলে এবং পরিশোধ করিতে পারিব ইহা নিশ্চয় না বুঝিলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কদাচ ঋণ করেন না। ঋণ করিয়া তিনি ভুলিয়া থাকেন না; সর্ব্বদাই মনে রাখেন; সুযোগ পাইলেই পরিশোধ করেন। যদি দৈবাৎ ঋণপরিশোধের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি অসুখ জন্মে, এবং যাবৎ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিতে না পারেন, তাবৎ তিনি আয়াস ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন না।

জর্জ্ লুইস্।

প্রায় এক শত বৎসর অতীত হইল, জর্জ্ লুইস্ জর্ম্মনির অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ধনাগার শূন্য এবং আপনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে কে

কেহ এই বলিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, তদ্ভিন্ন তাঁহার ঐ দায় হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন সদুপায় নাই।

যে রাজা ন্যায়পরায়ণ নহেন, তিনি অনায়াসেই এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন, সন্দেহ নাই; যেহেতু তিনি সহজেই বোধ করেন, ইহা অপেক্ষা আর সদুপায় সম্ভবে না। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ লুইস্ কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। কারণ, তিনি বিবেচনা করিলেন, প্রজারা আমার ঋণের হেতু নহে; অতএব এই ঋণ পরিশোধার্থে কর বৃদ্ধি করিয়া আমি প্রজা-দিগকে কদাচ বিপদ্‌গ্রস্ত করিব না। পরে অবিলম্বে অনাবশ্যক ভৃত্যবর্গ ও ঘোটকসমূহ বিদায় করিয়া দিলেন, এবং অল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া আপনিও কিছু দিনের নিমিত্ত জিনিয়া নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। এই রূপে আবশ্যকমাত্র ব্যয় করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল, তদ্দারা সমুদায় ঋণ পরিশোধ হইলে পর, তিনি আপন রাজ্যে প্রত্যা-গমন করিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রজাদিগের সমধিক স্নেহের ভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অকপট ব্যবহার।

ক্রয়, বিক্রয়, ও অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে চাতুরী ও প্রবঞ্চনা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বিক্রের বস্তু যাহা দ্বারা ওজন করিয়া অথবা মাপিয়া দেওয়া যায়, তাহা এক সরিষা অথবা এক চুলও তফাত রাখা উচিত নহে। বিক্রের দ্রব্যের দোষ গুণ গোপন করিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়। দ্রব্যের গুণানুরূপ মূল্য চাহা ও লওয়া উচিত। ন্যূন অথবা অধিক চাহা ও লওয়া ন্যায়ানুগত নহে।

পক্ষান্তরে, যদি ক্রেতা দেখিতে পায় যে, প্রথমতঃ যেমন দ্রব্য ও যত দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা স্থির হইয়াছিল, বিক্রেতা বিক্রয়কালে ভ্রান্তিক্রমে তদপেক্ষা উত্তম বা তদপেক্ষা অধিক দিতেছে, তাহা হইলে তাহাকে এই বিষয় অবগত করা ক্রেতার উচিত কর্ম্ম। যদি ক্রেতা, ক্রীত দ্রব্য গৃহে আনীত হইলে পর, জানিতে পারে, তাহা হইলে অতিরিক্ত ভাগ বিক্রেতার নিকট ফিরিয়া পাঠান অথবা তাহার মূল্য ধরিয়া দেওয়া উচিত।

কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকে যে, ক্রয় বিক্রয় স্থলে চাতুরী করা কোন মতেই অন্যায় নহে। তাহারা বলে যে, দ্রব্যের দোষ গুণ, ন্যূনাধিক্য, ও অন্যান্য বিষয় দেখিয়া লওয়া ক্রেতার কর্ম্ম; অতএব এ বিষয়ে বিক্রেতা প্রতারণা করিলে করিতে পারে, দুষ্য নহে। যদি ক্রেতা আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতারিত হয়,

অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রী সম্যক্ রূপে পরীক্ষা করিয়া না লয়, সে তাহারই দোষ। বিক্রেতার এইরূপ প্রতারণা করা যে অন্যায় নহে তাহার আরও এক কারণ এই যে, ক্রেতাও সুযোগ পাইলে প্রতারণা করিতে ত্রুটি করে না।

এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা অতি অধম লোকের কর্ম্ম। চাতুরী ও প্রবঞ্চনা করা কোন ক্রমেই নির্দ্দোষ নহে। প্রতারিত হওয়া বরং ভাল, প্রতারণা করা কোন মতেই উচিত নয়। প্রবঞ্চনা দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি প্রায় কাহারও কখন হয় না। প্রতারক যদিও কোন রূপে বিহিত রাজদণ্ড অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু প্রতিবেশীরা তাহাকে সমুচিত দণ্ড দেয়। তাহারা এক বার প্রতারিত হইলে আর তাহার সহিত ব্যবহার করে না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। প্রতারক পরিশেষে বুঝিতে পারে যে, ধর্ম্মপথাবলম্বনই উন্নতির একমাত্র উপায়।

ন্যায়পরায়ণ বালক।

পল্লীগ্রামনিবাসী কোন ভদ্র লোক তাঁহার পুত্রকে নিউ য়র্ক্ নগরে এক জন বস্ত্র ব্যবসায়ীর বিপণীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পুত্র সুচারু রূপে কর্ম্ম করিতে লাগিল। একদা এক বিবি পট্টবস্ত্রের পরিচ্ছদ ক্রয় করণার্থে বিপণীতে আগমন করাতে ঐ বালক তাঁহাকে বস্ত্রাদি দেখাইতে লাগিল। বিবি এক

পরিচ্ছদ মনোনীত করিয়া মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক যাহা চাহিল তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। অনন্তর সে ঐ পরিচ্ছদ পাট করিতে করিতে এক স্থান ছিন্ন দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ বিবিকে কহিল, আপনি দেখুন এই স্থান ছিন্ন আছে; আপনাকে না দেখাইয়া গোপন করিয়া রাখিলে অন্যায় করা হয় এই নিমিত্ত আমি আপনাকে দেখাইলাম; এক্ষণে আপনকার যেমন ইচ্ছা। ছিন্ন দেখিয়া বিবি আর সেই পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন না।

বিপণীর কর্ত্তা অন্তরাল হইতে বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি আসিয়া আপনকার পুত্রকে বাটী লইয়া যাইবেন; সে ব্যবসায় কর্ম্মের উপযুক্ত লোক নহে। পিতা পুত্রের যথেষ্ট ভরসা করিতেন, এক্ষণে এই পত্র পাঠ করিয়া সাতিশয় বিষন্ন হইলেন, এবং পুত্র কোন্ বিষয়ে অপাবর্গ ইহা জানিবার নিমিত্ত অবিলম্বে নগরে আগমন করিলেন। তিনি বিপণীতে উত্তীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পুত্র কি অপরাধ করিয়াছে? বিপণীস্বামী কহিলেন, দুই তিন দিবস হইল, এক বিবি আমার বিপণীতে পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি এক পরিচ্ছদ মনোনীত করিলেন। তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু আপনকার পুত্র কহিল, ইহার এক স্থান ছিন্ন আছে; সুতরাং

সেই কথাতেই তিনি তাহা ক্রয় করিলেন না। ইহাতে আমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। ক্রয়কালে দেখিয়া শুনিয়া লওয়া ক্রেতার কর্ম্ম। যদি ক্রেয় বস্তুর দোষ থাকে আর ক্রেতা উহা না দেখিতে পায়, আমরা ইচ্ছা করিয়া ঐ দোষ দেখাইয়া দিতে গেলে আর ব্যবসায় করা হয় না। পিতা জিজ্ঞাসিলেন, কেবল এই তাহার অপরাধ, কি আর কিছু আছে? তিনি কহিলেন, হাঁ কেবল এই; আর সকল বিষয়েই উত্তম; কিন্তু ব্যবসায় স্থলে ইহা সামান্য দোষ নহে। পিতা কহিলেন, যদি এই তার দোষ হয়, তবে আমি এই দোষের নিমিত্তই তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিব। আপনি যে এই বিষয় আমাকে জানাইলেন, ইহাতে আমি পরম উপকৃত হইলাম। আমাকে পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া দিলেও পুত্রকে আর এক দিনের নিমিত্তেও এখানে রাখিব না।

প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন।

যদি আমরা কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করি, ঐ প্রতিজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করা উচিত; না করিলে কেবল আমরাই যে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বসনীয় হই এমন নহে, অন্য লোকেরও অকারণে অপকার করা হয়। এই কর্ম্ম করিব বলিয়া যখন আমরা অন্য লোককে আশ্বাস দিই,

তখন সে ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু যদি সেই প্রতিজ্ঞা প্রকৃত রূপে প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে আশা দিয়া নিরাশ করা হয়; আর সেই ব্যক্তি ঐ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যে বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহারও অশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে। অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে লোকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করে; জন্মাবচ্ছিন্নে আর কেহ তাহার বাক্যে বিশ্বাস করে না।

মূর ও স্পেন্‌দেশীয লোক।

বহু কাল অতীত হইল, স্পেন্ দেশের কিয়দংশ মূরজাতির অধিকারে ছিল। এক দিবস তথায় হঠাৎ কলহ উপস্থিত হওয়াতে, স্পেন্‌দেশীয় কোন ভদ্র লোক এক জন মূরের প্রাণবধ করিয়া অবিলম্বে পলায়ন করিলেন, এবং সম্মুখে এক উদ্যান দেখিতে পাইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; যাহারা তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহারা জানিতে পারিল না। ঐ উদ্যান এক জন মূরের। মূর তৎকালে উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার শরণাগত হইয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখুন, আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি।

মূরদিগের এই ব্যবহার ছিল যে, যে ব্যক্তি কখন এক বার তাহাদিগের সহিত একত্র আহার করিয়াছে, তাহাকে বিপদ্ কালে অবশ্যই রক্ষা করিবেক। উদ্যানস্বামী মূরঘাতককে নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ করিবার নিমিত্ত একটি ফল লইয়া কিয়দংশ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দিলেন এবং অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং ভক্ষণ করিয়া কহিলেন, অন্ধকার হইলে তোমাকে ইহা অপেক্ষা নিঃশঙ্ক স্থানে পাঠাইয়া দিব, এক্ষণে এই খানে থাক, এই বলিয়া তাঁহাকে এক গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

অনন্তর মূর আপন আলয়ে গমন করিয়া উপবিষ্ট হইবামাত্র কতকগুলি লোক তাঁহার পুত্রের মৃত দেহ লইয়া হাহাকার করিতে করিতে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি অনতিবিলম্বেই জানিতে পারিলেন যে, আমি এই মাত্র যাহাকে রক্ষা করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই আমার পুত্রের প্রাণহন্তা। যাহা হউক, তৎকালে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যাকালে উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং আপন পুত্রঘাতককে গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি যাহার প্রাণ বধ করিয়াছ সে আমার পুত্র। তোমার এই পাপের ফল ভোগ করা আবশ্যক ও উচিত বটে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব; আমি প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না, তোমার কোন ভয় নাই। এক্ষণে এক অতি দ্রুতগামী অশ্ব দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া সারা রাত্রি

অবিশ্রান্ত পলায়ন কর, কল্য প্রত্যূষে এক বারে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ্ স্থানে উত্তীর্ণ হইবে। তুমি আমার পুত্রহত্যা করিয়াছ তথাপি তোমার প্রাণদণ্ড করিতে যে আমার প্রবৃত্তি হইল না এবং আমার যে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন হইল, ইহাতে আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

সত্য।

সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্যপরায়ণ হওয়া অতি আবশ্যক। সত্যবাদী সর্ব্বত্র আদরণীয় ও সকল লোকের বিশ্বসনীয় হয়। অনেকের এরূপ নীচ স্বভাব যে মিথ্যা কথা কহিতে বড় ভাল বাসে। মিথ্যাবাদী কেবল আপনাকেই সকল লোকের অবজ্ঞেয় ও অবিশ্বসনীয় করে এমন নহে, মিথ্যা কহিয়া অন্যেরও একান্ত অপকারক হইয়া উঠে।

যদি এক পথিক নিতান্ত পথশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্কালে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, অমুক গ্রাম কত দূর? সেই গ্রাম বাস্তবিক সেখান হইতে অনেক দূর; কিন্তু সে যদি মিথ্যা করিয়া বলে অতি নিকট, সন্ধ্যার মধ্যেই তথায় পঁহুছিতে পারিবে; তাহা হইলে পথিক সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া প্রস্থান করে। নির্দ্ধারিত স্থানে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রজনী উপস্থিত হয়। তখন এরূপ ঘটা অসম্ভব নহে

যে, ঐ পথিক একাকী দস্যুসংকীর্ণ প্রান্তরে পড়িয়া অথবা হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে প্রাণ হারাইতে অথবা নানা বিপদে পড়িতে পারে। কিন্তু যদি সে সত্য কথা কহে, তাহা হইলে, সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পঁহুছিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, পথিক সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থিতি করে, সন্দেহ নাই। অতএব দেখ, সত্য না কহিয়া মিথ্যা কহিলে অনায়াসে এক ব্যক্তির প্রাণনাশ বা বিপদ্ ঘটিতে পারে।

অন্যান্য নানা বিষয়েও মিথ্যা কথা দ্বারা যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা কত লোকের সর্ব্বনাশ ও প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতেছে। অতএব যে ব্যক্তি সংসারে কাহারও অপকার না করিয়া উপকার করিতে বাসনা করে, তাহার শৈশবাবধি পরম যত্নে সত্য কহিতে অভ্যাস করা অতি আবশ্যক।

মিথ্যা কথন নানাপ্রকার আছে। তন্মধ্যে সকল গুলি সমান অপকারক নহে, কিন্তু সকলই হেয় ও ঘৃণিত বোধ করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। যদি নির্ব্বোধ বালক কোন কুকর্ম্ম করে, অথবা এমন কর্ম্ম করে যে, পিতা মাতা অথবা কর্তৃপক্ষ শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, আর তাহার নামে সেই বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, পাছে দুর্নাম, দণ্ড, অথবা তিরস্কার হয় এই ভয়ে, সে এক বারেই অস্বীকার করে। কিন্তু যদি সেই বালক সুবোধ হয় এবং তাহার হিতাহিত বিবেচনা শক্তি থাকে, তাহা হইলে সে,

দুর্নাম, দণ্ড, ও তিরস্কার স্বীকার করিয়াও সত্য কহে, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহে না; কারণ সে অনায়াসে বুঝিতে পারে, এক বার একটি মিথ্যা কহিলে সেই মিথ্যাটি ঢাকিবার নিমিত্ত আর পাঁচটি মিথ্যা কহিতে হয়। এই রূপে মিথ্যা কথন ক্রমে ক্রমে অভ্যাস পাইয়া যায়। যে অনবরত মিথ্যা কহে, কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করে না। লোকে যাহার কথায় বিশ্বাস না করে, সে অতি হতভাগ্য নরাধম।

কতকগুলি লোক ইচ্ছা করিয়া অকারণে মিথ্যা কহিয়া থাকে। প্রবঞ্চনা, পরের অপকার, অথবা আপন অভীষ্টসাধন তাহার উদ্দেশ্য নহে। অসাবধানতা, ব্যগ্রতা, অথবা বর্ণনীয় বিষয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবার অভিলাষই তাহার মূল কারণ। যাহা কহে অথবা বর্ণন করে, তাহা সত্য কি না সে বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া শ্রোতারা যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ কহিতেই তৎপর হয়। অনেকের এরূপ স্বভাব আছে যে, কোন অতি সামান্য বস্তু বা অতি সামান্য ঘটনা দেখিয়া আসিয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিবার নিমিত্ত উহাকে শত গুণে অধিক করিয়া ও নানা অলঙ্কার দিয়া বর্ণন করে। এরূপ মিথ্যা কথনে অন্য লোকের কোন অপকার ঘটে না বটে, তথাপি ইহা অত্যন্ত হেয় ও অবজ্ঞেয়, কোন সন্দেহ নাই।

আর একপ্রকার মিথ্যা কথা আছে, তাহা এই;

মুখে একপ্রকার বলা, কিন্তু তাহার অভিপ্রায় অন্যপ্রকার। ইহা যদিও আপাততঃ স্পষ্ট মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান না হউক, কিন্তু বাস্তবিক মিথ্যা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। যে সকল লোক এই নীচ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলে, তাহারা মনে করে যে, তাহারা মুখে যে সকল কথা বলে তাহা মিথ্যা নহে, সুতরাং তাহাতে কোন দোষ অথবা পাপ নাই। কিন্তু ইহা তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। যখন তাহারা সেই কথা দ্বারা অন্য অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া লোককে প্রতারণা করিতে উদ্যত হইতেছে, তখন তাহাকে মিথ্যা বই আর কি বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, এরূপ কথা কহাতে প্রতারণা করা হয় এবং মিথ্যা কথনের ফল জন্মায়, সন্দেহ নাই।

আমিলিআ।

বর্‌ফোর্ড্ নামে এক ব্যক্তি ব্রিষ্টল্ নগরে বাণিজ্যব্যবসায় করিতেন। দৈববশাৎ তিনি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে কিছু দিনের নিমিত্ত বেল্‌স্ দেশে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার ভার্য্যার কিঞ্চিৎ স্ত্রীধন ছিল; কেবল তাহারই যাহা কিছু উপস্বত্ব পাইতেন তদ্দ্বারা তিনি অত্যন্ত পরিমিত রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং এই আশার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন যে, উত্তমর্ণগণের নিকট নিষ্কৃতি পাইলেই লণ্ডন্‌নগরস্থ বাণিজ্যব্যবসায়ী সহ

জেম্‌স্‌ আম্বেরি তাঁহাকে আপন ব্যবসায়ের অংশী করিবেন।

আমিলিআনাম্নী তাঁহার এক দুহিতা ছিল। সে বাল্যকালাবধি অত্যন্ত আদর পাইয়া বিলক্ষণ দুঃশীলা হইয়া গিয়াছিল। সে এমন গর্ব্বিতা ছিল যে, তাহার পিতা ও জ্ঞাতিবর্গ যে দরিদ্র হইয়াছেন ইহা চিন্তা করিতেও সে মনের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ পাইত। একদা সে ডাকের গাড়ি চড়িয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল; ঐ গাড়িতে আরও তিন জন ভদ্র লোক ছিলেন। গমনকালে গাড়ির মধ্যে সে মিথ্যা করিয়া আপনার গাড়ি, ঘোড়া, দাস, দাসী, পিতার অট্টালিকা প্রভৃতি অশেষ ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে লাগিল; তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্ট বোধ হইতে পারে যে, তখন পর্য্যন্তও তাহার পিতার যথেষ্ট ধন ছিল; বাস্তবিক তাঁহার কিছুই ছিল না।

ঐ তিন ব্যক্তির মধ্যে দুই জন তাহার পিতার উত্তমর্ণ। হয় ত তাহার পিতা পূর্ব্বসম্পত্তির কিয়দংশ লুকাইয়া রাখিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া তাঁহারা এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেন নাই। এক্ষণে তাঁহার কন্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণে সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু এক বারে নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতার নাম কি, এবং তুমি যে প্রকার তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা কহিলে তাহা যথার্থ কি না। কন্যা প্রথমতঃ পিতার

ঐশ্বর্য্যের বিষয় যাহা বলিয়াছিল, এক্ষণে তাহা নয় বলিয়া অস্বীকার করিত; কিন্তু তাহা করিতে গেলে আপনি মিথ্যাবাদিনী হইয়া উঠে এই নিমিত্তই পারিল না। সরলতা কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না; সুতরাং প্রথম বার যেরূপ বলিয়াছিল, দ্বিতীয় বারও অবিকল সেইরূপ বলিল।

এক্ষণে উত্তমর্ণেরা বর্‌ফোর্ড্‌কে অত্যন্ত অধার্ম্মিক স্থির করিয়া তাঁহার উপর এমন বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহাকে কেবল ঋণবিষয়ে নিষ্কৃতি দিতে অস্বীকার করিলেন এমন নহে, সর্ জেম্‌স্ আম্বেরিকেও এই বিষয় জ্ঞাত করিলেন। ইহা শুনিয়া আম্বেরি বর্‌ফোর্ড্‌কে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—আমি তোমাকে আর আমার অংশী করিব না, তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম-পরায়ণ অন্য এক ব্যক্তিকে স্থির করিয়াছি।

এই রূপে এই আত্মাভিমানিনী মিথ্যা কথা কহিয়া পিতার আশা ভরসা সকলই এক বারে উচ্ছিন্ন করিয়া দিল। বর্‌ফোর্ড্ পীড়িত ছিলেন, তথাপি এই পত্র পাইবামাত্র আরোপিত দোষ ক্ষালনার্থ অবিলম্বে লণ্ডন্ প্রস্থান করিলেন। ডাকের গাড়িতে যাইবার সঙ্গতি ছিল না, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পদব্রজে গমন করিতে হইয়াছিল। পথশ্রান্তিতে পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে রাজপথসন্নিহিত এক পান্থনিবাসে তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে হইল। ঐ সময়ে সর্ জেম্‌স্ আম্বেরি সস্ত্রীক রেল্‌স্ গমন করিতেছিলেন, তিনিও এক

রাত্রির নিমিত্ত ঐ পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিলেন, এবং একটি দরিদ্র পথিক তথায় পীড়িত হইয়া রহিয়াছে শুনিয়া অন্তঃকরণে অনুকম্পার উদয় হওয়াতে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে দেখিতে গেলেন।

আম্বেরি, হতভাগ্য বর্‌ফোর্ড্‌কে এইরূপ পীড়িত দেখিয়া এবং, হায়! আমার কন্যা মিথ্যা কহিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিল ইত্যাদি প্রলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রলাপবাক্য বর্‌ফোর্ডের আরোপিত দোষ ক্ষালনের বিলক্ষণ উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। আম্বেরি ঐ প্রলাপবাক্য শ্রবণে তাঁহার নির্দ্দোষতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার রোগাপনোদনের চেষ্টা করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করিলেন না। বর্‌ফোর্ড্ সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু তাঁহার দুঃশীলা কন্যার দোষে পুনর্ব্বার বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং কিছু দিন পরে তিনি অগত্যা এক অল্পলাভজনক কর্ম্ম পাইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন।

অতএব দেখ, সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে এক পা চলিলেও কত বিপদ্ ঘটে।

মহানুভাবতা।

কোন কোন ব্যক্তি অতি তুচ্ছ বিষয়েরও নিয়ত দোষানুসন্ধান করিয়া থাকে। যদি কেহ কোন অপকারের অভিসন্ধি না করিয়াও হঠাৎ একটি অতি সামান্য অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহারা সমান ব্যবসায়ীদিগের ঈর্ষ্যা করে; পরশ্রীকাতর হয়। কেহ কোন সামান্য অপকার করিলেও তাহারা চির কাল মনে করিয়া রাখে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিফল প্রদান করে। ঈদৃশ ব্যক্তিদিগকে লঘুচেতাঃ কহে।

কিন্তু মহানুভাব মহাশয়দিগের এরূপ স্বভাব নহে। সহসা তাঁহাদের ক্রোধ জন্মে না; জন্মিলেও অধিক ক্ষণ থাকে না। যদিও আপনারা কোন বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হন, অন্য ব্যক্তিকে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখিলে সাতিশয় আনন্দিত হয়েন। তাঁহারা প্রতিবেশীদিগের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু কখন বিদ্বেষাচরণ করেন না। অসাবধানতা বশতঃ কেহ কোন অপরাধ করিলে, যদিও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হয়, তাঁহারা অনায়াসেই মার্জ্জনা করেন। ঈদৃশ ব্যক্তিরা আপনাদিগের অভিলষিত সম্পা[illegible] নিমিত্ত চাতুরী, প্রবঞ্চনা, বা অন্য [illegible] অবলম্বনে [illegible] সম্মত হয়েন না। অতি সামান্য [illegible]ও যদি ধার্ম্মিক ও [illegible] হয়, [illegible]কে তাঁহারা আদর

করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন কাহারও দ্বেষ করেন না। পরের অপবাদে বা অনিষ্টাচরণে কখনই তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ইহাকেই মহানুভাবতা কহে। এই অসাধারণ গুণ জগতে অতি বিরল। অপর সাধারণ সকলেই এই গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে।

মাসিদনের রাজা ফিলিপ্।

একদা মাসিদনের অধীশ্বর ফিলিপ্ শ্রবণ করিলেন যে, আথিনের বাগ্মিগণ সর্ব্বত্র তাঁহার মিথ্যা-পবাদ প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তিনি এমন মহানু-ভাব ছিলেন যে, তাহাতে রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না; কেবল এইমাত্র কহিলেন, অতঃপর আমি এ রূপে চলিব যে, আমার অভিযোক্তাদিগকে সকলে মিথ্যাবাদী বোধ করিবে।

সময়ান্তরে এক জন প্রজা তাঁহাকে উপহাস করাতে অনেকে তাহাকে নির্ব্বাসন করিতে পরামর্শ দিল; কিন্তু রাজা কহিলেন, সে উপহাস করিতে পারে আমি কখন এমন কোন কর্ম্ম করিয়াছি কি না, অগ্রে তাহা দেখা আবশ্যক। অনন্তর অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, ঐ ব্যক্তি কোন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই পুরস্কার পায় নাই। তখন তিনি আপনারই দোষ স্বীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথাযোগ্য পারি-তোষিক দিতে আজ্ঞা দিলেন।

হায়ানার শাসনকর্ত্তা।

যখন দুই জাতির পরস্পর যুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন তাহারা বিবেচনা করে যে, যত সম্ভবে পরস্পরের অপকার করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত তাহারা পরস্পর পরস্পরের রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করে, এবং বিপক্ষের জাহাজ রুদ্ধ ও নষ্ট করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। এই রূপে যখন বিপক্ষগণের অন্তঃকরণ কেবল পরস্পর হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অশেষ বিষম অসৎ প্রবৃত্তিতে দূষিত থাকে, তখন যিনি শত্রুর প্রতি ন্যায়পরতা ও দয়া প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ মহাত্মা ও যথার্থ মহানুভাব।

১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে, স্পেন্‌দেশীয়দিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে ইঙ্গরেজ-দিগের এলিজাবেথ্ নামে এক খান জাহাজ বহুসংখ্যক মহামূল্য বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে অকস্মাৎ তাহার তলা ফুটিয়া গেল। জাহাজের লোকেরা দেখিল যে, নিকটে কেবল হায়ানা নামক এক স্থান আছে, কিন্তু তাহা স্পেন্ রাজ্যের অন্তর্গত; সুতরাং তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসীরা নিঃসন্দেহ জাহাজ লুটিয়া লইবেক এবং তাহাদিগকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিবেক। কিন্তু তথায় যাওয়া ব্যতিরিক্ত প্রাণ-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগকে অগত্যা সেই স্থানেই জাহাজ লাগাইতে হইল।

জাহাজের অধ্যক্ষ তীরে উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে জাহাজ সমর্পণ করিয়া এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন, আপনি সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন, কিন্তু কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না। শাসনকর্ত্তা কহিলেন, যদি তোমরা বিপক্ষ ভাবে এখানে আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের জাহাজ লুটিয়া লইতাম এবং তোমাদিগকেও কারাগারে রুদ্ধ করিতাম। কিন্তু তোমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব এ সময়ে তোমাদিগের অপকার না করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করাই মনুষ্যত্বের কর্ম্ম। আমি অনুমতি দিতেছি তোমরা এখানে থাকিয়া জাহাজ মেরামত করাইয়া লও; মেরামত সমাপ্ত হইলে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে জাহাজ লইয়া যাইতে পাইবে। শাসনকর্ত্তার এই অসাধারণ মহানুভাবতা দর্শনে অধ্যক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

শাসনকর্ত্তার আদেশানুসারে জাহাজের অধ্যক্ষ সেখানে কিছু দিন থাকিয়া জাহাজ মেরামত করাইয়া লইলেন। পাছে স্পেনের যুদ্ধজাহাজ হইতে পথে কোন বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া তন্নিবারণার্থ শাসনকর্ত্তা প্রস্থানসময়ে তাঁহাকে এক আজ্ঞাপত্র দিলেন, তাহা দর্শাইয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে স্বদেশে উত্তীর্ণ হইলেন।

যিনি শত্রুবিনাশের সম্পূর্ণরূপ সুযোগ পাইয়াও

উপেক্ষা করেন, তিনিই মহাত্মা ও তিনিই মহানুভাব। তিনি ভুবনবিজয়ী হইবেন বলিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বদেশানুরাগ।

স্বদেশানুরাগ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও অতি প্রশংসনীয় গুণ। কোন দেশের লোক যত অসভ্য হউক না কেন, এবং সেই দেশকে অন্যদেশীয় লোক যত অপকৃষ্ট জ্ঞান করুক না কেন, সেই দেশের প্রতি সেই দেশের লোকের একটি স্বাভাবিক অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ থাকে। স্বদেশানুরাগ ন্যায়ানুগত থাকিলে বিশিষ্ট ফলদায়ক হয়। এই গুণ আছে বলিয়া প্রত্যেক দেশের লোক বিপক্ষের আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষায় উদ্যত হয়, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে যত্নবান্ হয়, এবং স্বদেশীয় লোকের প্রতি স্নেহসম্পন্ন হয়। তথাহি, ইঙ্গরেজেরা ইংলণ্ড্ ও ইঙ্গরেজ্‌দিগকে অন্য দেশ অথবা অন্যদেশীয় লোক অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে; বিপক্ষে আক্রমণ করিলে ইংলণ্ডের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণদানে উদ্যত হয়; ইংলণ্ডে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় এবং স্বদেশীয় লোকের সর্ব্ব প্রকারে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, সতত এই বাসনা করে; স্বদেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ও রাজ্যশাসন প্রণালীকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া চলে,

কখন কোন অংশে বিরাগ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করে না; এই নিমিত্ত উত্তরোত্তর ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

স্বদেশানুরাগ ন্যায়ানুগত থাকিলে যেমন বিশিষ্ট ফলদায়ক হয়, তদ্বিপরীত হইলে তেমনই অনিষ্ট ফলদায়ক হইয়া উঠে। সকল জাতিরই কোন কোন বিষয়ে ন্যূনতা থাকে এবং এমন কোন কোন দোষ থাকে যে, তাহা সংশোধন করা অতি আবশ্যক; কিন্তু কোন কোন জাতি স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া সেই ন্যূনতা ও সেই সকল দোষ দেখিতে পায় না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। এরূপ হইলে সেই ন্যূনতার পরিহার ও সেই সেই দোষের সংশোধন হয় না। কোন কোন জাতি স্বদেশের প্রতি এমন অনুরক্ত যে, অন্য দেশ ও অন্যদেশ-নিবাসী লোকদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ইহাও অন্যায়। যেমন কোন ব্যক্তি আপনাকে মহাত্মা ও ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া আর সকল লোককে তুচ্ছ ও অধার্ম্মিক জ্ঞান করিলে প্রশংসাভাজন না হইয়া কেবল উপহাসাস্পদই হয়, কোন জাতিও ঐরূপ করিলে সেইরূপ হয়, সন্দেহ নাই। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে স্বদেশের রক্ষণার্থে যত্নবান্ হওয়া যেমন উচিত, উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে অন্য দেশ আক্রমণে উদ্যত হইয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করা তেমনই অনুচিত। যুদ্ধ অশেষ অমঙ্গলের প্রবল কারণ। অত্যন্ত আবশ্যক না হইলে যুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।' স্বদেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়া অন্যান্য দেশের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অসৎ কর্ম্ম।

ফলতঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে সকল নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়, প্রত্যেক জাতিরও সেই সমস্ত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির আপনাকে ভাল বাসা ও বিশুদ্ধ উপায় দ্বারা আপনার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া ন্যায়ানুগত কর্ম্ম বটে, কিন্তু প্রতিবেশীদিগকে ভাল বাসা ও সাধ্যানুসারে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়াও উচিত ও আবশ্যক, কোন ক্রমেই তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করা বিধেয় নহে। সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও এই নিয়ম প্রতিপালন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কালাএ নগরের অবরোধ।

ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় এড্বার্ড্ এক বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কালাএ নগর অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি পুরবাসিগণ তাঁহাকে নগর সমর্পণ করে নাই। বিশেষতঃ, ঐ অবরোধে তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল; সুতরাং তিনি তাহাদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাহারা আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া পাঠাইলেন, আমি তোমাদিগের প্রস্তাবিত নিয়মে সম্মত হইব না, আমার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিব, অর্থাৎ ইচ্ছা হয় তোমাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিব, ইচ্ছা হয় নষ্ট করিব। যদি এই নিয়মে নগর

সমর্পণ কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারি। এই কঠিন পণে রাজার সেনাপতিগণও আপত্তি করাতে তিনি পরিশেষে নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক এইমাত্র অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন যে, যদি নগরের ছয় জন প্রধান লোক খালি মাথায়, খালি পায়ে, অতি হীন বেশে, গলদেশে পাশ বন্ধনপূর্ব্বক নগরের ও দুর্গের চাবি হস্তে করিয়া পুর বাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং আমি তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে অথবা অন্যবিধ যে কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিব, যদি তাহাতেই তাহারা সম্মত হয়, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ আর সকল পুরবাসীদিগকে ক্ষমা করিতে পারি।

এই প্রস্তাব পত্রারূঢ় হইয়া নগরে প্রেরিত হইল। পুরবাসিগণ একত্র হইয়া পাঠ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল। এই বিষম প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন এমন ব্যক্তি পাওয়া যে কত কঠিন তাহা বিবেচনা করিলে পুরবাসিগণের এরূপ বিলাপ ও পরিতাপ কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে। তথায় উস্তাস্ দি সাঁ পিএর্ নামে এক অতি প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যাবৎ নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষিতা মহামূল্য বলিয়া ভূমণ্ডলে আদৃত হইবেক, তাবৎ এই মহাত্মার নাম ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে জাগরূক থাকা উচিত। কিয়ৎক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইলে পর, তিনি সমাগত পুরবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বান্ধবগণ! যে

আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াও এই পরম রমণীয় নগরের রক্ষা বিষয়ে আনুকূল্য করিবেক, সে জগদীশ্বরের অনুগ্রহপাত্র ও স্বদেশের আদরণীয় হইবেক, সন্দেহ নাই। আমি স্বীকার করিতেছি, ইংলণ্ডেশ্বরকে নগরের নিষ্ক্রয় স্বরূপ আপন মস্তক প্রদান করিব। এই বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদবচনে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

সাঁ পিএরের এই অসাধারণ আত্মসমর্পণোদ্যম দেখিয়া আর পাঁচ জন মহানুভাব প্রধান পুরবাসীও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এড্‌য়ার্ড্ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইঁহারা ছয় জনে অবিলম্বে সেইপ্রকার হীন বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু ঈদৃশ কার্য্যানুরোধে এই হীন বেশ মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ অপেক্ষাও অধিক শোভাকর ও অধিক প্রশংসনীয়। তাঁহারা এড্‌য়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বদেশের নিষ্ক্রয়স্বরূপ আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তোমরা ত্বরায় পরাজয় স্বীকার কর নাই এই নিমিত্ত আমার এত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ওয়াল্টর্ মানি প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক এবং স্বয়ং যুবরাজও এই নৃশংস ব্যাপার নিবারণার্থে অনেক অনুনয় ও অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

পরিশেষে রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণাস হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে উপস্থিত লেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়বচনে বাষ্পাকুল লো তাঁহাদিগের ছয় জনের প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন।

রাজা নানা কারণে রাজমহিষীর প্রতি সাতি প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার এই প্রা শুনিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারি প্রথমতঃ কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরি কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! যদি তুমি অন্য স্থানা থাকিতে তাহা হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, তোমার প্রার্থনা বিফল করিতে পারি না। এই ব্যক্তিকে লও, যাহা ইচ্ছা হয় কর। পরম দয়াবতী রা আপন অনুরোধ রক্ষা হইল দেখিয়া সাতিশয় হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে নূতন পরি পরিধান করাইয়া স্ব স্ব আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.
62, AMHERST STREET.
1882.